সেণ্ট্রেল টেক্সট বুক কমিটির অনুমোদিত ও পাঠ্যলিষ্টি ভুক্ত।

ভিক্টোরিয়া পাঠ।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীআনন্দ চন্দ্র সেন প্রণীত।

কলিকাতা

৫ নং নীলমাধব সেনের লেন

বণিক যন্ত্রে,

এ, জি, সেন এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০১ সাল।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গ ভাষায় সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী পুস্তক প্রচুর না থাকাতে, এই সচিত্র "ভিক্টোরিয়া পাঠ" প্রচারিত হইল। ইহাতে পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষাদির বিবরণ, গল্পচ্ছলে নীতি-পূর্ণ উপদেশ এবং জড় পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সমালোচিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে সচিত্র গ্রন্থ প্রচার করা বহুব্যয় সাধ্য। এনিমিত্ত, বঙ্গভাষায় সচিত্র গ্রন্থের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে।

আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, বাইবেল ট্রাক্ট সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ট কে, এচ্ মেক্ডোনেল্ড সাহেব মহোদয়, উক্ত সভার প্রচারিত "জ্যোতিরিঙ্গণ" পত্রিকা হইতে, কতিপয় প্রবন্ধ সঙ্কলনের অনুমতি এবং তদুপযোগী ছবির ব্লক সমূহ ব্যবহার করিতে দিয়া, পুস্তক প্রচারকার্য্যে আমাকে আশাতিরিক্ত সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য উক্ত সোসাইটির নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

আষাঢ়, ১২৯৬। শ্রীআনন্দ চন্দ্র সেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

এবারে পুস্তকের অনেকস্থল পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন করা হইল। শিক্ষা সুবিধার্থে পরিশিষ্টে কতকগুলি আদর্শ-প্রশ্ন দেওয়া গেল। সেণ্ট্রেল টেক্সট বুক কমিটি পুস্তকখানি পাঠ্য লিষ্টি ভুক্ত করিয়া, ইহার প্রচার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কমিটির সভ্যগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩০১। শ্রীআনন্দ চন্দ্র সেন।

সূচীপত্র।

প্রথম ভাগ।

স্বাবলম্বন।

১। অন্যে যাহা করিতে পারে, আমিও তাহা করিতে পারিব, এ বিশ্বাস না থাকিলে, কেহই প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এই বিশ্বাসই আত্মাবলম্বন বা স্বাবলম্বনের মূল।

২। আপনাকে অতি বড় মনে করিয়া অহঙ্কৃত হওয়া, যেমন পতনের মূল; নিজকে নিতান্ত অক্ষম ও অনুপযুক্ত মনে করা, অথবা আপনার মনুষ্যত্বে অনাদর প্রদর্শন করাও তেমনি অনুন্নতির কারণ। করুণাময় পরমেশ্বর মানব-হৃদয়ে যেমন উন্নতি লাভের বাসনা দিয়াছেন,তেমনি তদুপযোগী কতকগুলি মানসিক বৃত্তিও প্রদান করিয়াছেন; আমরা সে গুলির যথোচিত পরিচালনা করিলেই স্ব স্ব উন্নতি লাভে সমর্থ হইতে পারি।

৩। তোমরা অনেকে নেপোলিয়ান বোনাপার্টির নাম শুনিয়াছ। উক্ত মহাত্মা, শুধু স্বাবলম্বন গুণে, অতি সামান্য অবস্থা হইতে ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "পারিব না, বা অসম্ভব; এইরূপ কথা, কেবল নির্ব্বোধ দিগের অভিধানেই দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, মানুষে যাহা করিতে পারে, আমি তাহা অবশ্যই করিতে পারিব।" ফলতঃ, এইরূপ বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হইতেন বলিয়াই, তাঁহাকে প্রায় কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইতে দেখা যায় নাই।

৪। মহাবীর জেম্‌স গারফীল্‌ডের জীবন * ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অরণ্যবাসী দরিদ্র কৃষক-সন্তান, শৈশবে পিতৃহীন ও নিঃসহায় হইয়া, একমাত্র স্বাবলম্বন গুণে, আমেরিকার সর্ব্বোচ্চ পদ ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

৫। অপরাপর সুবিখ্যাত মহাত্মাগণের জীবন চরিত অধ্যয়ন ও পর্য্যালোচনা করিলেও জানা যায়, স্বাবলম্বন গুণই তাঁহাদিগেরও স্ব স্ব উন্নতির মূল। তাঁহারা অনেকেই মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন;—

* পড়াইবার সময়, শিক্ষক মহাশয় নেপোলিয়ান এবং গারফীল্‌ডের জীবনী ছাত্রগণকে সংক্ষেপে বলিয়া দিবেন।

(১) "আমি একার্য্য করিতে সমর্থ, এইরূপ বিশ্বাসই মনুষ্যকে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলে।"

(২) "ইচ্ছা থাকিলেই পথ পাওয়া যায়।"

(৩) "যাহাদের আপনার প্রতি বিশ্বাস আছে, তাহারাই সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।"

(৪) "যে নিজে নিজের সাহায্য করে, ঈশ্বরও তাহারই সাহায্য করেন।"

(৫) "যাহার আত্মপ্রত্যয় নাই, সে তুলা অপেক্ষাও লঘু।"

(৬) "যে আপনাকে সম্মান করিতে জানে না, অন্যকে সম্মান করা, তাহার পক্ষে অসম্ভব।"

৬। যে ব্যক্তি আত্মাদর করিতে জানে, সে কখনও কোন নীচ কার্য্য করিতে পারে না। অন্যের তোষামোদ করিয়া, কিম্বা অপরের গলগ্রহ হইয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করা, তাহার পক্ষে অসম্ভব।

৭। কোন ব্যক্তি, একটি বালককে, বাগান মধ্যে একাকী দেখিয়া, বলিয়াছিলেন; "হে বালক! এখন তোমার নিকটে কেহ নাই। অতএব, তুমি এই সুযোগে, যদিচ্ছা পিয়ারা লইতে পার।" বালক উত্তর করিল, "হা সত্য বটে, এখন এখানে অপর কেহ দেখিবার লোক নাই; কিন্তু আমি নিজেই যে নিজকে দেখিতেছি। নিজকে অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিতে, আমার কখনও ইচ্ছা হয় না।"
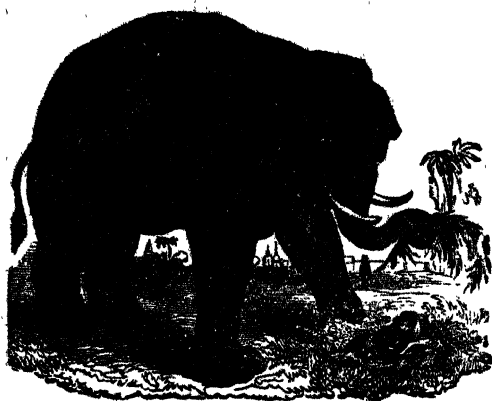
হস্তী।

১। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে,হস্তীর আকার অতি বৃহৎ। বড় বড় হাতী দশ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার কোনও কোনও প্রদেশ হস্তীর জন্মস্থান। ইহার গাত্রের চর্ম্ম কর্কশ ও বন্ধুর। প্রায় সকল হস্তীই ধূম্র বর্ণ; কেবল ব্রহ্ম দেশে শ্বেত হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়।

২। ঘাড় ছোট বলিয়া, হস্তী মুখ নামাইতে পারে না; শুঁড় দিয়া, খাবার দ্রব্য মুখে তুলিয়া লয়। হস্তী, ইচ্ছা অনুসারে, শুঁড় ফিরাইতে, গুড়াইতে ও বাড়াইতে পারে; শুঁড় দিয়া,বড় বড় ডাল ধরিয়া, ভাঙ্গিতে পারে; ফুলের গাছ হইতে, এক একটি করিয়া ফুল তুলিতে পারে; ভূমি হইতে সিকি, দুআনি প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র বস্তু খুটিয়া লইতে পারে; কপাটের খিল ও দড়ার গাঁটি খুলিতে পারে। হস্তীর শুঁড়ের আগায় ছিদ্র আছে, তাহাতে নিশ্বাস বয়। হস্তী, ঐ ছিদ্র দ্বারা, জলাশয় হইতে জল শুষিয়া লয়; কতক জল মুখে ঢালিয়া দিয়া পান করে; কতক সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া, শরীর শীতল করে।

৩। হস্তী ডাল, পালা, ফল, মূল, শাক, পাতা, ঘাস, খড় আহার করে; গোরুর মত গিলিতচর্ব্বণ করে না। কোনও স্থানে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য দেখিলে, একাকী খায় না; আপন পালের সকলকে ডাকিয়া লইয়া যায়। হস্তী সকল সর্ব্বদা দল বাঁধিয়া থাকে। যখন চরিতে যায়, হস্তিনী ও দুর্ব্বল হস্তীদিগকে মাঝে রাখিয়া, বলবান্ দুই হস্তী আগে পাছে গমন করে।

৪। হস্তীর শুঁড়ের পাশ দিয়া, বড় বড় দুই দাঁত বাহির হয়। ঐ দাঁত অতিশয় দৃঢ়। হস্তী, ঐ দাঁত দিয়া, বাঘ ও অন্য অন্য জন্তুকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। হাতীর দাঁতে বাক্স, কৌটা, চিরণী, পাখা, পাশা প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত হয়। ঐ সমস্ত বস্তু অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। হস্তিনীর এরূপ বড় দাঁত হয় না। হস্তীর, এক এক কসে চারিটি চারিটি করিয়া, আর আটটি দাঁত আছে। তাহাতে ডাল পালা চিবাইয়া খায়।

৫। হস্তীর কুলার মত বড় বড় দুই কান আছে। সে সর্ব্বদা ঐ দুই কান নাড়িয়া থাকে, এজন্য, তাহার চক্ষে ধূলা, কুটা, পোকা প্রভৃতি পড়িতে পায় না।

৬। হস্তী ঘোড়ার মত বেগে দৌড়িতে পারে না। কিন্তু ঘোড়া এক এক লাফে যত যায়, মাহুতেরা চালাইয়া দিলে, হস্তী এক এক পায় তত যাইতে পারে। ইহারা উত্তম রূপে সাঁতার দিতে পারে। বৃহৎ বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া, অনায়াসে বড় বড় নদী পার হইয়া যায়। সাঁতার দিবার সময় সমস্ত শরীর জলে ডুবিয়া থাকে; নিশ্বাস ফেলিবার জন্য, কেবল শুঁড়টি উচ্চ করিয়া রাখে।

৭। হস্তী মধুর স্বর শুনিতে বড় ভাল বাসে। যখন কোনও উত্তম বাদ্য শুনে, তখন, আহ্লাদে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়।

৮। হস্তিনী, একবারে, একের অধিক সন্তান প্রসব করে না। হস্তিনীর বক্ষঃস্থলে স্তন আছে; সন্তান, শুঁড় দিয়া, তাহা পান করে। কখন কখন, হস্তিনীও, শুঁড় দিয়া, আপন স্তনদুগ্ধ চুষিয়া লইয়া, সন্তানের মুখে ঢালিয়া দেয়।

৯। ত্রিশ বৎসর বয়সে, হস্তীর পূর্ণ যৌবন হয়। পোষা হস্তী এক শত বিশ বা ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। ইহাতে বোধ হয়, যাহারা সচ্ছন্দে বনে বাস করে, তাহারা আরও অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে।

১০। ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন রাজারা, বিবাহ ও অন্য অন্য মহোৎসবের সময়ে, হস্তী সুসজ্জিত করিয়া, তাহার পৃষ্ঠের উপর হাওদা তুলিয়া, বড় ঘটা করিয়া, বাহির হইতেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা, হস্তী লইয়া,যুদ্ধ করিতে যাইতেন। কিন্তু এখন আর হস্তী লইয়া যুদ্ধ করিবার রীতি নাই। এখন, ইহারা কেবল যুদ্ধের সামগ্রী সকল বহিয়া লইয়া যায়; বড় বড় কামান টানিয়া লইয়া যায়; বালিতে, অথবা জলাতে, কামানের চাকা বসিয়া গেলে, শুঁড় দিয়া তুলিয়া দেয়; সম্মুখে জঙ্গল পড়িলে, তাহা ভাঙ্গিয়া, সৈন্যদিগের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। নদীর তীরে জাহাজ নির্ম্মিত হইলে, হস্তী তাহা টানিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়। শিকারি লোকেরা, হস্তীর উপর চড়িয়া, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকার করিতে যায়। হস্তী না হইলে দুর্গম পথে যাওয়া বড় ক্লেশকর হয়।

১১। হস্তী অতিশয় বলবান। ছয়টা ঘোড়া অথবা পঁচিশ জন লোকে, যে বোঝা নাড়িতে পারে না, হস্তী একাকী তাহা অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়। হস্তী এমন সাবধানে নৌকার উপর মোট উঠাইয়া দেয় যে, মোটের গায় জল লাগিতে পায় না; নৌকার উপর, আস্তে আস্তে মোটটি নামাইয়া, শুঁড় দিয়া নাড়িয়া দেখে, যদি মোট নড়ে, তবে,বুদ্ধি পূর্ব্বক, নীচে ঠেকা দিয়া রাখিয়া যায়।

১২। প্রশংসা অথবা তিরস্কার করিলে, হস্তী তাহা বুঝিতে পারে। প্রভুর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিয়া, হস্তী পুরস্কারের অভিলাষ করে। কেহ উপকার বা অপকার করিলে, হস্তী তাহা কখনও ভুলে না; সময় পাইলে, তাহার পরিশোধ করে। হস্তী ছোট বালক বালিকাকে বড় ভাল বাসে ও তাহাদিগকে লইয়া খেলা করে। কেহ উপহাস করিলে, তাহাও সে বুঝিতে পারে।

হস্তীর আশ্চর্য্য বুদ্ধি।

১। কোন সময়ে, এক সাহেব, এই দেশে একখান নূতন জাহাজ প্রস্তুত করিয়া, তাহা টানিয়া জলে ভাসাইয়া দিবার নিমিত্ত, আপন হস্তীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হস্তী বিস্তর টানাটানি করিল, কোনও মতে, জাহাজ নামাইতে পারিল না। তখন সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, এই অকর্ম্মণ্য হাতীটাকে দূর করিয়া দাও; এ কোনও কাজের নয়; আর একটা ভাল দেখিয়া আন। হস্তী, সেই তিরস্কার বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ, প্রাণপণে, এমন জোরে জাহাজ ঠেলিতে লাগিল যে, তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গেল; এবং সেই স্থানেই তাহার মৃত্যু হইল।

২। মদ খাইতে দিব বলিয়া, এক মাহুত, আপন হস্তী দ্বারা, কোনও কাজ করাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু মদ খাইতে দেয় নাই। হস্তী, সেই প্রতিশ্রুত পুরস্কার না পাইয়া, ক্রোধে মাহুতের প্রাণবধ করিল। মাহুতের স্ত্রী, দুই শিশু সন্তান লইয়া, হস্তীর পদতলে পড়িল, এবং বলিল, অহে হস্তি! তুমি আমার পতির প্রাণবধ করিয়াছ; অতএব, আমাদিগকেও মারিয়া ফেল। হস্তী, অতিশয় অনুতাপিত হইয়া, জ্যেষ্ঠপুত্রটিকে, শুণ্ড দ্বারা, আপন স্কন্ধে উঠাইয়া লইল; অর্থাৎ, তাহাকেই আপন মাহুত বলিয়া মানিয়া লইল; তদবধি, সে আর কাহাকেও আপন পৃষ্ঠে চড়িতে দিত না।

৩। কোনও মাহুত, পথে যাইতে, যাইতে একটি নারিকেল পাইয়াছিল, এবং তখনই তাহা খাইবার ইচ্ছা হওয়াতে, সে, হাতীর মাথায় বারংবার আঘাত করিয়া, নারিকেলটি ভাঙ্গিয়া লইল। তাহাতে অতিশয় যাতনা হইলেও, হাতী, সে দিন মাহুতকে কিছু বলিল না। পরদিন, যখন বাজার দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হাতী, এক দোকান হইতে, শুঁড় দিয়া একটি নারিকেল তুলিয়া লইল, এবং সেই নারিকেল দিয়া, মাহুতের মাথায় এমন জোরে আঘাত করিল যে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণত্যাগ হইল।

৪। এক মাহুতের স্ত্রী আপন শিশু সন্তানকে পিড়ির উপর শুয়াইয়া, হাঁতীর সম্মুখে রাখিয়া, বাজার করিতে যাইত। হাতী, শুঁড় নাড়িয়া, সেই ছেলের গায় মশা, মাছি বসিতে দিত না। যদি, কখনও ঘুম ভাঙ্গিয়া, ছেলেটি কাঁদিতে আরম্ভ করিত, অমনি হাতী, শুঁড় দিয়া, সাবধানে সেই পিড়িখানি তুলিয়া, দোলাইয়া দোলাইয়া, পুনর্ব্বার তাহাকে ঘুম পাড়াইত। হাতী সেই শিশুকে এত ভাল বাসিত যে, সে কাছে না থাকিলে, আহার করিত না।

৫। কোনও ব্যক্তি এক চিড়িয়াখানায়, হাতী দেখিতে গিয়াছিল। সে, একখান রুটি হাতে করিয়া, যেন খাইতে দিবে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া, একটি হাতীর সম্মুখে ধরিল। হাতী, তাহা খাইবার জন্য, যেমন শুঁড় বাড়াইল, অমনি সে হাত সরাইয়া লইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। হাতী, তাহার সেই ঠাট্টা বুঝিতে পারিয়া, ক্রোধে এমন শুণ্ডাঘাত করিল যে, ভূতলে পড়িয়া, তাহার পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল।
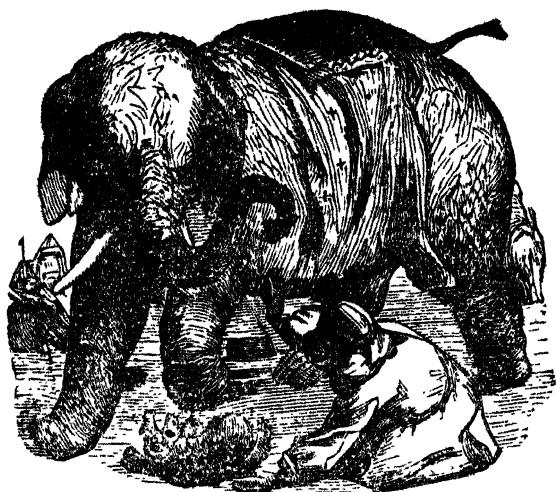
৬। হস্তী সকল পোষ মানিলে, পালকের নিকটে গৃহ পালিত বিড়াল কুকুরের ন্যায় বশীভূত হয়। কিন্তু সময় সময় ক্ষেপিয়া উঠিলে, আবার এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করে যে, তখন, মাহুত ভিন্ন, অপর কেহ তাহার কাছে যাইতেও সাহসী হয় না। ক্ষেপা হাতী দেখিলেই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়।

৭। একদা, এক পালিত হস্তী, হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া, ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে, যদিচ্ছা দৌড়াইতে ছিল; এমন সময়ে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন ঐ হস্তীর আহার যোগাইত, তাহার স্ত্রী, সম্মুখে নিপতিত হইল। তাহার ক্রোড়ে একটি শিশু ছিল। সে প্রথমে শিশুটিকে

লইয়া, প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল; কিন্তু অধিক দূর এইভাবে চলিতে অসমর্থ হইয়া, এবং প্রাণ রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া, প্রাণাধিক পুত্রকে, মত্ত হস্তীর সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "অকৃতজ্ঞ! পামর! আমরা স্বামী স্ত্রী, এতকাল দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যে, তোর আহার যোগাইয়াছি,এই বুঝি তার প্রতিদান। তা নে, অগ্রে এই নির্দ্দোষী শিশুর প্রাণ বধ করিয়া, পরে আমাকেও বধ কর।"

৮। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শিশুটিকে সম্মুখে ভূপতিত দেখিয়া, হস্তী হঠাৎ তাহার গতিরোধ করিল; এমন কি, আর এক পা অগ্রসর হইলেই, শিশু তাহার পদতলে পড়িয়া পেষিত হইত। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শিশুটিকে ক্রোলে তুলিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত, হস্তী একি ভাবেই দাড়াইয়া ছিল; পরে, শান্তভাবে, যথাস্থানে চলিয়া গেল। হস্তীর তখনকার ভাবদৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইল যে, সে ঐ রমণীর তিরস্কার বুঝিতে পারিয়া, এবং তাহাদিগের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়াই, সহসা এরূপ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল।

কাকাতুয়া ।

একদা প্রদোষে, এক রাজার কুমারী,
ভ্রমেন উদ্যানে, সঙ্গে প্রিয় সহচরী ।
হেরিয়া কানন শোভা প্রফুল্লিত মন,
সখীসহ করেন, মধুর আলাপন ।
কাকাতুয়া পাখী এক এই অবসরে,
করিলেক গান, অতি সুমধুর স্বরে ।

শুনিয়া পাখীর গান, রাজার নন্দিনী,
স্বর লক্ষ্যে পাখিপানে চাহিলা অমনি ।
হেরি বনবিহঙ্গীর মোহন মূরতি,
কহিতে লাগিল বালা সুচঞ্চলমতি ।

যদি ধরিবারে আমি পারি এ পাখীরে,
সযতনে রাখি তবে সুবর্ণ পিঞ্জরে।
মানুষের মত কথা, কহিতে শিখাই,
সোনার নূপুর ওর চরণে পরাই।
টাঙ্গাই পিঞ্জর আনি, আপনার ঘরে,
ভাল ভাল মিষ্ট অন্ন, দেই খাইবারে।

শুনিয়া বামার কথা, বনবিহঙ্গিনী,
কহিতে লাগিল, শুন রাজার নন্দিনী,
চাহিনা থাকিতে, আমি সুবর্ণ পিঞ্জরে,
চাহিনা সাজিতে, আমি সোণার নূপুরে।
ভাল ভাল মিষ্ট অন্নে, মম কাজ নাই,
মানবের মত কথা, শিখিতে না চাই।

ওসবের বিনিময়ে, স্বাধীনতা-ধন,
পারি না তোমারে বামা, দিইতে কখন।
কাননের পাখী মোরা, কাননে বেড়াই,
স্বার্থপর মানবের নিকটে না যাই।

—o—

দুষ্ট দুলাল।

১। বঙ্গদেশের কোন প্রসিদ্ধ পল্লীতে রামকান্ত রায় নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি ধনী ছিলেন না; কিন্তু পৈত্রিক যে কিছু বিষয় সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। রামকান্ত বিশেষ কিছু লেখা পড়া জানিতেন না। খাওয়া পরার অভাব না থাকাতে, তাস, দাবা এবং পাশা ইত্যাদি খেলিয়াই অনেক সময় কাটাইতেন। এভিন্ন, সময় সময়, গ্রামের মধ্যে বিবাদ বাঁধাইয়া দিয়া, যে কোন একপক্ষ অবলম্বনে, দলপতির কার্য্য করিতেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত; কিন্তু, কেহই ভালবাসিত না। রামকান্তের রামদুলাল নামে এক পুত্র ছিল।

২। রামদুলাল, রামকান্তের একমাত্র আদুরে ছেলে। বয়স ১০।১২ বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু পিতার শিক্ষাদোষে, রামদুলাল, অতি অল্প বয়সে, "দুষ্ট দুলাল" বলিয়া, সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল।

৩। রামদুলাল কিরূপ দুষ্ট বালক ছিল, তাহা শুনিলে, তোমরা অবাক্ হইবে। শিক্ষাদোষে দুলালের চরিত্র এরূপ কলুষিত হইয়াছিল যে, সে মন্দ বই ভাল কার্য্য প্রায় কখনও করিত না। ভোলা নামে তাহার এক

দুরন্ত কুকুর ছিল। একদা প্রাতে, দুলাল, তাহার দুষ্কর্ম্মের সহচর ভোলাসহ বাড়ী হইতে বাহির হইল। তখন, রামকান্ত, পুত্রকে যদিচ্ছা ব্যবহার জন্য, একখানি সিকি দিয়া, আদুরে দুলালের আদর বাড়াইয়া দিলেন।

৪। সুবোধ নামে এক বালক, তাহাদের ঘরের পাশে, বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া, পাখীর গান শুনিতেছিল। একটি সুন্দর পাখী, ডালে বসিয়া, নির্ভয়চিত্তে নাচিয়া নাচিয়া,

আপন মনে গাইতেছিল; এমন সময়ে, দুলাল তথায় উপস্থিত হইয়া, সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, ও কি দেখিতেছ? সুবোধ সহর্ষে উত্তর করিল, ঐ দেখ, ভাই! কেমন সুন্দর পাখীটি, ডালে বসিয়া, মনের আনন্দে নাচিতেছে, আর গাইতেছে; পাখীটি দেখিতে যেমন সুন্দর, স্বরও তেমনই সুমধুর।

৫। দুলালের সে ভাব নাই। সৌন্দর্য্যে আসক্তি বা জীবে দয়া, কখনও তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সুতরাং সে পাখীটিকে দেখিবা মাত্রই, তাহা লক্ষ্য করিয়া, ঢিল ছুড়িল। ঢিলের আঘাতে, পাখী ঘূরিতে ঘূরিতে, নীচে পড়িয়া গেল। তখন, সুবোধ, আহা কি করিলে! বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল; কিন্তু দুলাল, হাসিতে হাসিতে পাখীর নিকট দৌড়িয়া গেল, এবং ডানা ধরিয়া, মৃতপ্রায় পাখীটিকে ভোলার মুখে তুলিয়া দিল। তখন, ভোলা, উহা লইয়া, আহ্লাদে চারিদিগে দৌড়াইতে লাগিল; আর পাখীটি, তাহার মুখে থাকিয়া, যাতনায় ধড় ফড় করিতেছিল। ইহা দেখিয়া, ঐ নির্দ্দয় বালক, আনন্দে করতালি দিয়া, নাচিতে লাগিল।

৬। সুবোধ, আর কখনও, এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার দেখে নাই। সুতরাং সে, ইহা দেখিয়া, রাগেও দুঃখে হতবুদ্ধি হইয়া, কিছুক্ষণ এক স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বলিল, ছি! ছি! দুলাল, তোমার মত নির্দ্দয় বালক

আমি আর কখনও দেখি নাই। তুমি এরূপ করিবে, আগে জানিতে পারিলে, তোমাকে এখানে দাঁড়াইতেও দিতাম না। যে হউক, তুমি ভাই! আর কখনও আমাদের বাড়ী আসিও না। কারণ, বাবা একথা জানিতে পাইলে, না জানি, আমাকেই বা কত গালি দিবেন।

৭। ইহাতে দুলাল নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমাদেরই বাড়ী, আর কি কাহারও বাড়ী আছে? তা যাই; আমাদের বাড়ীতে কখনও পাই ত মজা দেখাব। দুলাল, এইরূপ আরও কত কি বলিতে বলিতে, তথা হইতে, প্রস্থান করিল। এরূপ সুবিধা দুলালের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। কেননা, সে যেখানে যায়, সেখানেই এইরূপ কোন একটা কুকাণ্ড করিয়া, পরে মারপিট খাইয়া, পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

৮। এক বালক, মেষপাল লইয়া, বাড়ীর ভিতরে যাইতেছিল। দুলালকে, তাহার সহচর ভোলাসহ, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া, সে বিনীতভাবে কহিল, মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া, এক পাশে দাঁড়ান, আর আপনার কুকুরটিও আপনার নিকটে রাখুন; নতুবা, মেষ সকল ভয় পাইতে পারে।

৯। ইহা শুনিয়া, দুলাল ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "তাই ত বটে; তোমার মেষ পালের যাওয়ার জন্য,

সকাল বেলাটা, তোমাদের গৃহদ্বারেই দাঁড়াইয়া থাকি।" ইহা বলিয়াই, সে ভোলাকে ইঙ্গিত করিল। ভোলা, প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে, ভীষণ চীৎকার করিয়া, মেষপালের মধ্যে গিয়া পড়িল, এবং এটার পায়, ওটার ঘাড়ে কামড়াইয়া, মেষ সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। তখন, দুষ্ট দুলাল, এক পাশে দাঁড়াইয়া, সকৌতুকে ভোলাকে উৎসাহ দিতে ছিল।

১০। মেষ সকল ভয় পাইয়া, যে, যে দিকে পারে, ছুটিয়া পলাইল। বালক কোন মতেও তাহাদিগকে থামাইতে পারিল না। পরে, সে দুষ্ট দুলালকে লক্ষ্য করিয়া, ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিল। একটি ঢিল দুলালের কপালে পড়াতে, সে গুরুতর আঘাত পাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, তথা হইতে ছুটিয়া পলাইল, তখন ভোলাও তাহার অনুসরণ করিল।

১১। কোন নিম্ন ভূমিতে, একটি গর্দ্দভ, নিরাপদে ঘাস খাইতে ছিল। ঘটনাক্রমে, দুলাল তথায় উপস্থিত হইল। চারিদিগে লোক জন নাই দেখিয়া, সে মনে করিল, এসময়ে গাধাকে কিছু মজা দেখাইব। এখানে কেহই দেখিতে পাইবে না। সে, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, প্রথমে, একখানা কাঁটাল ডাল, ঐ গর্দ্দভের লেজে বান্ধিয়া দিল; তৎপর, উহাকে আক্রমণ করিতে,

ভোলাকে ইঙ্গিত করিল। ভোলা, প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে, ছুটিয়া গিয়া, গর্দ্দভকে কামড়াইতে লাগিল। তখন, গর্দ্দভ ভোলাকে এমনই জোরে আঘাত করিল যে, এক আঘাতেই, সে হতচেতন হইয়া পড়িল।

১২। দুলাল দূরে থাকিয়া, তামাসা দেখিতে ছিল। কাহারও জন্য তাহার মায়া মমতা ছিল না; সুতরাং সহচর ভোলার ইদৃশ শোচনীয় মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়াও, তাহার কিছুমাত্র দয়া বা দুঃখ হইল না। সে, গর্দ্দভের তখনকার ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি দেখিয়া, প্রাণভয়ে, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

১৩। কোন পথের ধারে, একটি বালিকা, দুগ্ধের ভার সম্মুখে রাখিয়া, বিশ্রাম করিতে ছিল। ঘটনাক্রমে, দুলালের সহিত তাহার সাক্ষাত হইল; বালিকা বিনীত-ভাবে বলিল, মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আমার এই ভারটি তুলিয়া দিলে, বড়ই উপকৃত হইব। আমি ইহা অনেক দূর হইতে বহন করিয়া আনিয়াছি; তাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে ছিলাম। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব করিলে, মা আমায় মন্দ বলিবেন। এই দুদের দ্বারা আজ আমাদের পিঠা হইবে। কেননা, মামা এবং আর কয়েক জন ভদ্র লোক, রাত্রে আমাদের বাড়ীতে আহার করিবেন।

১৪। দুলাল বলিল, "তা ভালই! আজ তোমাদের পিঠা হইবে এবং তোমাদের মামা আসিবেন, শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।" এইরূপ বলিতে বলিতে, সে, দুধের ভার তুলিয়া দিবার ভান করিয়া, দুধ্ বালিকার গায় মাথায় ঢালিয়া দিল। বালিকা নিরুপায় হইয়া, রাগে ও দুঃখে, রোদন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে, দুষ্ট দুলাল, হাসিতে হাসিতে, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

১৫। রাস্তায় চলিতে চলিতে, এক বৃদ্ধ অন্ধের সহিত দুলালের সাক্ষাত হইল। দুলাল, অন্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "নমস্কার, মহাশয়! এই পথে লাল পিরাণ গায়, ছাতা মাথায়, একটী ছোট ছেলেকে যাইতে দেখিয়াছেন কি?"

"১৬। অন্ধ ভিক্ষুক বলিল, তা আমি কি করিয়া দেখিব? কুড়ি বৎসরের অধিক হইবে, আমি অন্ধ হইয়াছি, কিছুই দেখিতে পাই না। এই লাঠি ভর করিয়া, তোমাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, কোন মতে উদর পূরণ করিতেছি। লোকে আমাকে পাঁচু ফকির বলিয়া ডাকে। দুঃখের কথা কি বলিব, কাল হইতে কিছুই আহার যোটে নাই; তাই পেটের জ্বালায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

১৭। বলা বাহুল্য, ছুলাল তামাসা দেখিবার জন্যই, অন্ধকে ছোট ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এখন, অধিকতর কৌতুক দেখিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "আহা! তোমার দুরবস্থার কথা শুনিয়া, মনে বড়ই কষ্ট হইতেছে; তা এস! আমি খাবার খাইতেছি, তোমাকেও ইহার কথেকাংশ দিব।"

১৮। অন্ধ বলিল, তোমার কথা শুনিয়া, যারপর নাই সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরসুখী হও। কিন্তু বাবা! আমি তোমাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। যদি, তুমি দয়া করিয়া, হাত ধরিয়া, আমায় তোমার নিকটে বসাও, তবে ভাল হয়।"

১৯। তখন, দুষ্ট দুলাল, হাত ধরিয়া, অন্ধকে তাহার নিকটে বসাইবার ছলে, রাস্তার পাশে কর্দ্দম রাশির উপর বসাইল, এবং অঙ্গুলি দ্বারা কিঞ্চিৎ কাঁদা তুলিয়া, তাহার মুখে দিল। তখন, বৃদ্ধ অন্ধ, দুলালের চাতুরি বুঝিতে পারিয়া, তাহার দুইটি অঙ্গুলি এরূপ দৃঢ়ভাবে কামড়াইয়া দিল যে, দুলাল যাতনায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

২০। পরে, অন্ধ বলিল, রে দুরাত্মন্! আমার ন্যায় উপায়হীন অন্ধের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে কি তোর কিছুমাত্র লজ্জা হইল না?" আমার দুঃখের উপর দুঃখ দিতে ইচ্ছা করে, এরূপ নির্দ্দয় বালক, আমি

আর কখনও দেখি নাই। যে হউক, যদিও তুই, আজ আমার হাত হইতে,নিস্তার পাইলি; কিন্তু নিশ্চয় জানিস্, স্বভাব ভাল না করিলে, এর পরে, তোকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

২১। তোমরা হয়ত মনে করিতেছ, অন্ধের নিকট শাস্তি পাইয়া, এবং তাহার উপদেশ শুনিয়া, দুলালের সমুচিত শিক্ষা হইয়াছে, সে আর কখনও অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু, তাহা সত্য নহে। কারণ, লোকের চরিত্র একবার দূষিত হইলে, তাহা সহজে সংশোধিত হয় না।

২২। পথে এক খোঁড়া ভিক্ষুকের সহিত দুলালের সাক্ষাত হইল। খঞ্জ, লাঠি ভর করিয়া, ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। সে দুলালকে দেখিতে পাইয়া, কিছু ভিক্ষা চাহিল। দুষ্ট দুলাল, তখনই পকেট হইতে, পূর্ব্বোক্ত সিকি খানি ভিক্ষুকের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। ভিক্ষুক, আশাতীত ফল দর্শনে, যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া, বালককে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, যেমন লাঠিতে ভর রাখিয়া, সিকি তুলিয়া লইতে ছিল; দুলাল, পিছন থেকে, তাহার লাঠি টানিয়া লইল। সুতরাং খঞ্জ অবলম্বনচ্যুত হইয়া, সহসা ভূপতিত হইল। ইত্যবসরে, দুলাল তাহার সিকি

তুলিয়া লইল, এবং হাসিতে হাসিতে, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

২৩। অভ্যাস দোষে দুলালের স্বভাব এরূপ জঘন্য হইয়াছিল যে, কোন কিছুতেই তাহার লজ্জা বা দুঃখ হইত না, এবং সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারিত না।

২৪। দুলাল, খঞ্জের নিকট হইতে আসিয়া, আতা চুরি করিবার অভিপ্রায়ে, এক বাগানে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু, সে যেমন চুপি চুপি বাগানের বেড়া অতিক্রম করিতে ছিল, বাগানরক্ষক একটি কুকুর, তাহা দেখিতে পাইয়া, তাহার পা কামড়াইয়া ধরিল। তখন, দুলাল নিরুপায় হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। বাগানের মালি নিকটে কাজ করিতেছিল; সে বালকের চীৎকার শুনিয়া, তথায় দৌড়িয়া গেল, এবং দুলালকে দেখিয়া বলিল, তুই প্রতিদিন আতা চুরি করিয়া, নিরাপদে পলায়ন করিস্। আজ তোকে তার সমুচিত প্রতিফল দিব।

২৫। মালি, ইহা বলিয়া, হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা, দুলালকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন, দুলাল, প্রহার যাতনায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, আপনার নির্দ্দোষিতার শত শত মিথ্যা প্রমাণ দিয়া,

নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিন্তু মালি তাহার কোন কথাই বিশ্বাস করিল না। সুতরাং, সে উপায়ান্তর না দেখিয়া, তাহার পায় পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু মালি যখন জানিতে পাইল যে, প্রাতে, এই দুষ্ট বালকই তাহার মেষপাল তাড়াইয়াছে ; তখন, তাহার রাগ আবার দ্বিগুণিত হইল। "তুই, আজ প্রাতে, আমার মেষপাল তাড়াইয়াছিস্, এখন পর্য্যন্তও তাহার সব গুলি খুজিয়া পাওয়া যায় নাই ; তাই আবার নিজকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইতেছিস্ ?" এইরূপ বলিতে বলিতে, মালি, পুনরায়, দুলালকে এত অধিক প্রহার করিল যে, তাহার বয়সের অন্য বালক হইলে, সে নিশ্চয়ই তাহা সহ্য করিতে পারিত না।

২৬। দুলাল বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিলে, পূর্ব্বোক্ত খঞ্জ ভিক্ষুকের সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। ভিক্ষুক, তাহার প্রাতের কষ্ট ও যাতনার কথা, এখনও ভুলিতে পারে নাই, সুতরাং দুলালকে দেখিবা মাত্রই, হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা, তাহাকে এরূপ গুরুতর রূপে আঘাত করিল যে, সে ভূপতিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

২৭। দুলাল, ঐ আঘাতও অতি কষ্টে সহ্য করিয়া, যেমন ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিল ;

এমন সময়ে, একটি গর্দ্দভ আসিয়া, তাহাকে আক্রমণ করিল। ইতিপূর্ব্বে, দুলাল যে গর্দ্দভের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়াছিল, সেই গর্দ্দভ, তাহার অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে; ইহা বুঝিতে পারিয়া, এবং সহজে নিষ্কৃতি লাভের উপায়ান্তর না দেখিয়া, সে লম্ফ দিয়া, গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ইহাতে, গর্দ্দভ নিতান্ত ভয় পাইয়া, প্রাণ পণে দৌড়িল এবং তাহাকে ফেলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। গর্দ্দভ কিছু দূর যাইয়া, দুলালকে এক গৃহস্থের গৃহদ্বারে ফেলিয়া দিল। সহসা ভূপতিত হওয়াতে, দুলালের ডান পা ভাঙ্গিয়া গেল।

২৯। প্রাতঃকালে, দুলাল যে বালিকার দুধ ফেলিয়া দিয়াছিল, ঘটনাক্রমে, তাহাদেরই গৃহদ্বারে নিপতিত হইল। বালিকা, দুলালকে দেখিয়া, চিনিতে পারিল। কিন্তু দুলালের তখনকার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, তাহার কোমল হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। সে মুমূর্ষু প্রায় দুলালকে মৃত্তিকা হইতে সযতনে তুলিয়া, আপনার শয্যায় শয়ন করাইল, এবং স্বয়ং অতি যত্নের সহিত তাহার সেবা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

৩০। প্রাতে, দুলাল যাহাকে একাকী অসহায় পাইয়া, মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিয়াছিল, এবং দুধ ফেলিয়া দিয়া, যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছিল, বৈকালে সেই বালিকাই, সে সব

কথা ভুলিয়া, সহোদরা ভগিনীর ন্যায়, দুলালের সেবা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। কি সুন্দর দৃশ্য! ইহাতে দুলালের কঠিন পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া গেল। তখন, দুলাল সমস্ত দিনের ঘটনাবলীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যদি এবার সুস্থ হইতে পারি, তবে আর কখনও এমন কুকার্য্য করিয়া, অন্যকে কষ্ট দিব না। যথাসাধ্য সৎ-ব্যবহার করিয়া, সকলকে সুখী করিব, এবং নিজেও সুখী হইব। ফলতঃ, তদবধি দুলালের স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অতঃপর আর কখনও তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনা যায় নাই।
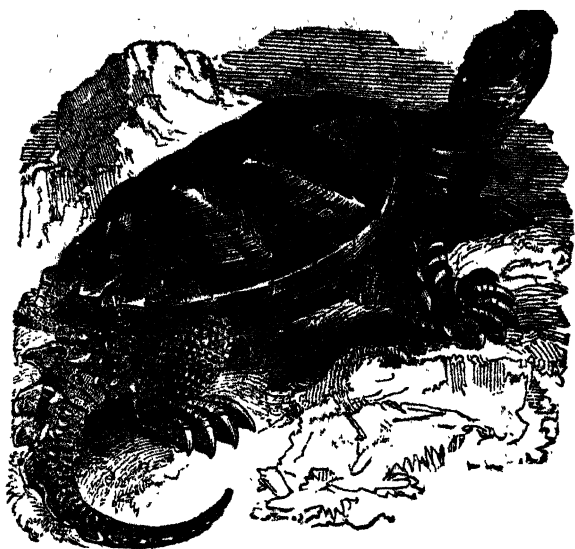
সলাঙ্গুল কচ্ছপ।

১। ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টি মধ্যে যে,কত শত শত প্রকারের জীব জন্তু আছে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? তোমরা অনেকেই কচ্ছপ দেখিয়াছ; কিন্তু উপরে যে কচ্ছপের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, এরূপ সলাঙ্গুল কচ্ছপ, কেহ কখনও দেখ নাই।

২। আমেরিকা দেশে,এই জাতীয় কচ্ছপ,প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জল ও স্থল উভয় স্থানেই বাস করে। ইহাদের স্বভাব, অনেক বিষয়ে, এতদ্দেশীয়

কচ্ছপের সমতুল্য ; কিন্তু শরীরের আয়তন অপেক্ষাকৃত অনেক বড়। কোন কোনটার দৈর্ঘ্য তিন হস্তেরও অধিক দেখা গিয়াছে। ইহাদের গলা খুব মোটা এবং দাঁত গুলি অতিশয় শক্ত।

৩। আমেরিকার লোকেরা ইহাদিগকে বড় ভয় করে ; কারণ, ইহাদের দাঁত এরূপ শক্ত যে, তদ্দ্বারা কাঁচির মত কাটিতে পারা যায়। এমন কি, ইহারা কামড়াইয়া মোটা মোটা বাঁশ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহাদিগকে বরশী ইত্যাদি দ্বারা ধরিয়া, ডাঙ্গায় তুলিলে, ইহারা কুকুরের মত কামড়াইতে আইসে।

৪। এই জাতীয় কচ্ছপ, হ্রদ ও নদীর ত্রিমোহনাতে বাস করে। ইহারা, প্রায়ই জলের উপরে গলা তুলিয়া, ভাসিতে থাকে ; এবং কখনও কখনও ডাঙ্গায় উঠিয়া, রৌদ্রের দিকে পিঠ্ রাখিয়া, বসিয়া থাকে। মৎস্য এবং অন্যান্য অনেক জলজন্তু ইহাদের আহার।

গৃহস্থ ও গৰ্দ্দভ।

কোন গৃহস্থের এক গৰ্দ্দভ আছিল,
গৰ্দ্দভ বেচিতে, তার মানস হইল।
পিতা পুত্র দুই জনে গাধাটি লইয়া,
দড়ি ধরে যায়, দোঁহে হাঁটিয়া হাঁটিয়া।

গৃহস্থ কহিল পুত্রে, শুন বাপ ধন!
গাধার উপরে যদি করি আরোহণ।
আরোহীর ভরে গাধা কাতর হইবে,
হাটে গেলে, কম দাম গাহেকে কহিবে।

পিতার কথায় পুত্র যে আজ্ঞা বলিল,
গাধা লয়ে পিতা পুত্রে হাঁটিয়া চলিল।
কিছু দূর গেলে পরে, পথিক জনেক,
গৃহস্থে ডাকিয়া, উচ্চে এই কহিলেক।
"গৰ্দ্দভের স্বামী বটে, তোমরা দুজন,
তাই তোমাদের বুদ্ধি, গাধার মতন।

এত বড় গাধা লয়ে, যেতেছ হাঁটিয়া,
গাধার উপরে কেন, না যাও চড়িয়া ?
ভাব বুঝি এই গাদা তোমাদের ভরে,
গাড়িয়া পড়িবে, এই মাটীর ভিতরে !"

ইহা শুনে, পিতাপুত্র লজ্জিত হইল,
পিতা শেষে, গর্দ্দভের উপরে চড়িল।
এইরূপে কিছু দূর যাইতে যাইতে,
অন্য পথিকেরা দেখে, লাগিল কহিতে,—

"হেন গণ্ডমূর্খ পিতা, কে দেখেছ ভাই,
তনয়ের প্রতি স্নেহ কিছু মাত্র নাই।
আপনি বরের মত গাধা চড়ে যায়,
ছেলেটা হাঁটিয়া মরে, দেখ খালি পায়।"

ইহা শুনে, কিছু দূর গৃহস্থ যাইয়া,
গর্দ্দভের পৃষ্ঠ হৈতে আপনি নামিয়া;
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে পুত্রে চড়াইয়া দিল,
আপনি ধরিয়া দড়ি, হাঁটিয়া চলিল।

কিছু দূর না যাইতে, জনেক যুবতী,
কহিল পুত্রের প্রতি, রাগ করে অতি।
"হেন মূর্খ পুত্র ঘরে থাকে যে পিতার,
কলসি বাঁধিয়া গলে, মরা ভাল তার।

আপনি গাধার পৃষ্ঠে রাজার মতন,
দড়ি ধরে, বৃদ্ধ পিতা করিছে গমন।"

শুনিয়া গৃহস্থ ইহা, পুত্রেরে কহিল,
"দেখ, বাবা, এ বিষম বিপদ ঘটিল।
আমিও গাধার পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিব,
পিতা পুত্র কেহ নাহি হাঁটিয়া যাইব।"

এইরূপে দুই জনে গাধায় চড়িয়া,
ধীরে ধীরে যাইতেছে, রাজপথ দিয়া।
হেন কালে এক জন বিষম মুখর,
কহিলেক দুই জনে, করি উচ্চস্বর ;—

"গাধার মতন যদি বুদ্ধি না হইবে,
তবে কেন দুই জন গাধায় চড়িবে ?
আর কিছু দূর গেলে, দেখিতে পাইবে,
মুখ থুবড়ে পড়ে, গাধা, পটোল তুলিবে।"

গৃহস্থ বলিল, তবে পুত্রের নিকটে,
"যে কথা বলিয়া গেল, তাহা সত্য বটে।
পিতাপুত্রে এত পথ এসেছি চড়িয়া,
আহা ! গাধাটির পিঠ গিয়াছে বাঁকিয়া।
অতএব এস বাবা, দুজনে মিলিয়া,
বাকি পথ নেই গাধা মাথায় করিয়া।"

অতঃপর গাধা তারা করিয়া মাথায়,
রাজপথ দিয়া দোঁহে, অতি কষ্টে যায়।
ইহা দেখে, এক জন হাসিয়া হাসিয়া,
করতালি দিয়া, অন্যে কহিল ডাকিয়া ;
"ঐ দেখ, দুই জন দুপেয়ে গাধায়,
চার পেয়ে এক গাধা, বয়ে লৈয়া যায়।"

ইহা শুনে পিতাপুত্রে, লজ্জিত হইয়া,
ধুপ্ করে, গাধাটাকে দিলেক ফেলিয়া।
কহিল পুত্রের প্রতি গৃহস্থ তখন,
"লোকেরে করিতে তুষ্ট চেওনা কখন।
সবারে করিতে তুষ্ট কাজ করে যেই,
মনুষ্য জাতির মধ্যে গাধা হয় সেই।
পৃথিবী স্বর্গের পতি পরম ঈশ্বর,
কেবল করহ কার্য্য, তাঁর তুষ্টিকর।"
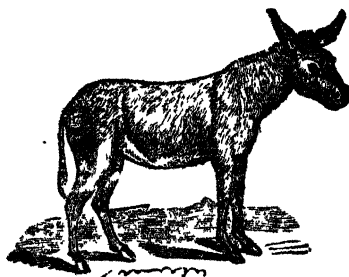
ঘড়ী ও সময়।

১। সুরেশ! বল দেখি, ঘড়ী গুলি সর্ব্বদা কি বলে? ঘড়ী গুলি আর কি বলিবে ভাই! ও গুলি টুক্ টাক্ শব্দ করিয়া, নিয়ত কলে ঘুরিতেছে।

২। তা ভাই! তুমি যাই বল না কেন, আমার কিন্তু মনে হয়, ইংরেজের ঘড়ী ইংরেজিতে "লুক্ এট্" শব্দে, তাহার দিগে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, এবং এক হস্ত দ্বারা মিনিট্ ও অপর হস্ত দ্বারা প্রত্যেক ঘণ্টা দেখাইয়া, চলিয়া যাইতেছে। এভিন্ন, কিছু সময় পরে পরেই, আবার অধিকতর জোরে বলিতেছে, থিঙ্ক্, থিঙ্ক্।

ঘটিকাযন্ত্রোপরি যে দুইটি কাঁটা অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে; উহার দীর্ঘটিকে মিনিটের, আর ক্ষুদ্রটিকে ঘণ্টার কাঁটা বলে। ইংরেজিতে প্রথমোক্তের নাম মিনিট হ্যাণ্ড (Minute-hand), আর শেষোক্তের নাম আওয়ার হ্যাণ্ড (Hour-hand)। এভিন্ন, পকেট ঘড়ীতে আরও একটি ক্ষুদ্র কাঁটা থাকে, তাহাকে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড (Second-hand) অর্থাৎ সেকেণ্ডের কাঁটা বলে। ইংরেজি হ্যাণ্ড (Hand) শব্দের অর্থ হস্ত।

৩। "লুক এট্"শব্দের অর্থ দেখ,আর"থিঙ্ক্" শব্দের অর্থ ভাব। তবে, এখন বল দেখি,ঘড়ী আমাদিগকে কি দেখিতে, আর কিইবা ভাবিতে বলিতেছে?

৪। ঘটিকাযন্ত্র অবিশ্রান্ত মৃদু স্বরে বলিতেছে, দেখ, দেখ,—সময় চলিয়া যাইতেছে, দেখ। আবার কিছুক্ষণ পরে পরেই,উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, ভাব—সময় সম্বন্ধে উদাশীন থাকিও না, ভাব;—জীবনের অমূল্য সময় বৃথা চলিয়া যায়, ভাব।

৫। সময় নিরাকার এবং নিরবলম্ব, আমরা তাহার কি দেখিব? সময় অসীম ও অনন্ত, আমরা তাহার বিষয় কি ভাবিব? পণ্ডিতেরা বলেন, 'সময় যে কি, তাহা এক কথায় বুঝান অসাধ্য। সময়ের আদিও নাই, অন্তও নাই, এবং সময়ের নিজের কোন শক্তিও নাই। তবে, প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সময়, তাহার পক্ষে সীমাবিশিষ্ট। দিবা, রাত্রি পক্ষ, মাস এবং বৎসরাদি, সেই জীবন-পরিমাপক সময়ের এক এক অংশ মাত্র।'

৬। দিবসের পর দিবস, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে, আর যাইতেছে। কোথা হইতে আসে, এবং কোথায়ইবা যায়, কে তাহা বলিতে পারে? যে সময় গিয়াছে, তাহা কেহ ফিরাইয়া আনিতে পারে না; যে সময় আসিতেছে ও যাইতেছে,

তাহার গতিও কেহ রোধ করিতে পারে না। তবে, বর্ত্তমান যে সময়টুকু আমাদের হাতে আছে, আমরা কেবল মাত্র তাহারই যদিচ্ছা ব্যবহার করিতে, এবং তাহার যথোচিত ব্যবহার হইল কি না, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, মিনিটে মিনিটে, তাহা মিলাইয়া দেখিতে পারি।

৭। প্রত্যেক ঘণ্টা, প্রত্যেক মিনিট এবং প্রতি সেকেণ্ড বা মুহূর্ত্ত, আমাদের জীবনের এক এক অংশ। অতএব, সেই জীবনস্বরূপ সময়ের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম কি না, এবং কিরূপে সময় ব্যয় করিলে, তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা হয়, আমরা এসকল বিষয় ভাবিতে পারি।

৮। পণ্ডিতেরা অবধারণ করিয়াছেন, সূর্য্য স্থির, আর পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিগে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন গোলাকার বল চালাইয়া দিলে, তাহা যেমন আপনার অবয়ব আবর্ত্তন করিতে করিতে, অগ্রসর হয়, গোলাকার পৃথিবীর গতিও ঠিক্ তদ্রূপ।

৯। আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে, একবার আবর্ত্তিত হইতে, পৃথিবীর যে সময় লাগে, তাহাকে এক দিবস বলে। ভূগোল শাস্ত্রে ইহাকেই আহ্নিক গতি বলে। পৃথিবী, এইরূপে ৩৬৫ বার ঘুরিয়া, সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে। এজন্য, পণ্ডিতেরা ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা করেন। ইহাকেই বার্ষিক গতি বলে।

১০। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিগ পরিভ্রমণ করে, চন্দ্রও তদ্রূপ পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারই চতুর্দ্দিগে নিয়ত ঘুরিতেছে। চন্দ্রমণ্ডল নিজে তেজময় নহে; কিন্তু সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয়। একারণ, চন্দ্র, সূর্য্য এবং পৃথিবীর পরস্পর অবস্থানানুসারে, চন্দ্রের যে অংশে সূর্য্যের আলো পড়ে, তাহা আলোকিত, সুতরাং আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়। অপরাংশ অদৃশ্য থাকিয়া যায়।

১১। ইহা হইতেই, আমরা চন্দ্রের উদয় ও অস্ত বা হ্রাস ও বৃদ্ধি কল্পনা করিয়া থাকি। চন্দ্রের উদয় অর্থাৎ প্রথম বিকাশের দিন হইতে, চন্দ্রের অস্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়ার দিবস পর্য্যন্ত সময়, এক চান্দ্রমাস। এই প্রকারে, বৎসরে দ্বাদশ বার, চন্দ্রের উদয় ও অস্ত হয়। এজন্য,বার মানে এক বৎসর গণনা করা হয়।

১২। চন্দ্রের প্রথম বিকাশ হইতে পূর্ণ বিকাশের কাল অর্থাৎ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত ১৫ দিবস সময় শুক্লপক্ষ; আর পূর্ণিমার পরবর্ত্তী প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১৫ দিবসকে কৃষ্ণপক্ষ কহে। সুতরাং প্রতি মাসে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষ।

১৩। সাধারণতঃ, দুই পক্ষে অর্থাৎ ত্রিশ দিনে মাস গণনা করা হয়; কিন্তু সকল মাস সমান নহে। আমাদের

৪

দেশীয় গণনা অনুসারে, কোন মাস আটাশ দিনে, কোন মাস উনত্রিশ দিনে, কোন মাস ত্রিশ দিনে, কোন মাস একত্রিশ দিনে, আবার কোন কোন মাস বত্রিশ দিনেও হয়। *

১৪। পৃথিবীর ঘূর্ণনে, সূর্য্যের সহিত তাহার অবস্থানের বিভিন্নতানুসারে, ঋতু ভেদ হয়। বৎসরে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত এবং বসন্ত এই ছয় ঋতু। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্ম, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস বর্ষা, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস শরৎ, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস হেমন্ত, পৌষ ও মাঘ মাস শীত এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্ত কাল। সকল দেশে, একই সময়ে, ঋতুর পরিবর্ত্তন হয় না; বিশেষতঃ, দেশ বিশেষে উক্ত ছয় ঋতুর ক্রমপরিবর্ত্তন অনুভবও করা যায় না। এই সকল কারণে, ঋতু পরিবর্ত্তন দ্বারা সময় বিভাগ করা যাইতে পারে না।

১৫। বার বৎসরে এক যুগ, এবং এক শত বৎসরে এক শতাব্দী হয়। কোনও প্রসিদ্ধ ঘটনা, ব্যক্তি বিশেষের জন্ম বা মৃত্যু, অথবা কোনও প্রসিদ্ধ রাজার রাজত্ব কাল হইতে যে সকল বৎসরের গণনা হইয়া আসিতেছে, তাহাকে শাক কহে। বর্ত্তমান সময়ে

* ইংরেজি হিসাব মতে ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনে, এপ্রিল, জুন, সেপ্টেম্বর এবং নবেম্বর মাস ৩০ দিনে, এভিন্ন, আর সমস্ত মাসই ৩১ দিনে গণনা করা হয়। তবে প্রতি ৪ বৎসর পরে২ এক বৎসর ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিনে ধরা হয়।

সংবৎ, শকাব্দা, হিজিরা এবং খ্রীষ্টাব্দ এই চতুর্ব্বিধ শাকই সমধিক প্রচলিত।

১৬। রাজা বিক্রমাদিত্য, তাঁহার রাজত্ব কাল হইতে, যে শাকের প্রচলন করেন, তাহাকে সংবৎ, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা শালিবাহন, যে শাক প্রচলিত করিয়া যান, তাহাকে শকাব্দা কহে। মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা পলায়নের দিবসাবধি, মুসলমানেরা, যে শাকের গণনা করেন, তাহাকে হিজিরা, আর খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকর্ত্তা যিশুখ্রীষ্টের মৃত্যু দিবস হইতে, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরেজ ও ফরাশী প্রভৃতি জাতি, যে শাক গণনা করেন, তাহাকে খ্রীষ্টীয় সন বা খ্রীষ্টাব্দ কহে। এভিন্ন, বঙ্গাব্দ ও কলির অব্দ প্রভৃতি আরও অনেক শাকের গণনা হয়।

১৭। পণ্ডিতেরা, কার্য্য কর্ম্মের সুবিধার্থে, দিবস অর্থাৎ এক দিবারাত্রি সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং তাহা নির্দ্ধারণার্থে, এযাবত, বিবিধ প্রকার সময়পরিমাপক যন্ত্রও নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঘটিকাযন্ত্র, মানদণ্ড বা সূর্য্যঘড়ী, জলঘড়ী, বালুকাঘড়ী প্রভৃতিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ঐ গুলির মধ্যে, আবার, ঘটিকাযন্ত্রের সাহায্যেই সময় নির্দ্ধারণ করা, অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুবিধাজনক। মহাত্মা গেলেলিও, সর্ব্বপ্রথমে, উহার পরিদোলক নির্ম্মাণ করেন।

১৮। ইংরেজেরা দিবসকে ঘণ্টা, মিনিট এবং সেকেণ্ড প্রভৃতি অংশে বিভাগ করিয়াছেন, আর এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ প্রহর, দণ্ড, পল এবং অনুপল প্রভৃতি ক্ষুদ্র হইতে-ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ করিয়া লইয়াছেন।

১৯। আমরা সকলেই স্ব স্ব জীবন ভাল বাসি, এবং দীর্ঘায়ু হইতে অর্থাৎ জীবনকাল বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই জীবনস্বরূপ সময়, আলস্যে ও অবহেলায় বৃথা ব্যয় করিতে, আমরা কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হই না। করুণাময় পরমেশ্বর, সময়রূপ অমূল্যধনে, সকলকেই সমান অধিকার দিয়াছেন। যিনি, যে পরিমাণে, তাহার সংব্যয় করিতে পারেন; তিনি, সেই পরিমাণে, দীর্ঘায়ু, সুখী ও যশস্বী হয়েন।

২০। মনুষ্যের কর্ত্তব্য অনন্ত, অথচ সময় সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; কারণ, জীবন চিরস্থায়ী নহে। এমতাবস্থায়, সময় বিভাগ করিয়া, যে সময়ের যে কার্য্য, সেই সময়ে তাহা সম্পন্ন করা, সকলেরই কর্ত্তব্য। "আজ নয়, কাল করিব, এখন নয় পরে করিব।" এরূপ কথা, অতি-অলস ও অকর্ম্মণ্য লোকের মুখেই শুনা যায়। মহাত্মা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, তাঁহার জীবনের প্রথম হইতেই, সময় বিভাগ করিয়া, কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এজন্য, তিনি, তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনে, যত অধিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, দৈনিক কার্য্য-প্রণালীর শৃঙ্খলা

না থাকিলে, তিনি, তাহার শতাংশের একাংশ কার্য্যও করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

২১। সময় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মহাজন পদাবলী সমধিক প্রসিদ্ধ।

(১) "যে ব্যক্তি বিলম্বে শয্যাত্যাগ করে, সে সমস্ত দিবস ব্যস্ততার সহিত কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, অথচ রাত্রিতেও তাহা সুসম্পাদিত হয় না।"

(২) "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগের অভ্যাস করা উচিত; কারণ, তদ্দ্বারা লোকে স্বাস্থ্য, ধন ও জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।"

(৩) "যিনি প্রাতঃকালের সময় নষ্ট করেন, তিনি দিবসের মধ্যে একটী রন্ধ্র করিয়া দেন, যাহার মধ্য দিয়া পক্ষবিশিষ্ট ঘণ্টা সকল দ্রুতবেগে পলাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।"

(৪) "যদি তুমি তোমার জীবনকে ভালবাস, তবে সময় নষ্ট করিও না; কারণ, জীবন সময় দ্বারাই গঠিত।"

(৫) "সকালে শয়ন করিলে এবং সকালে নিদ্রা হইতে উঠিলে, মনুষ্যেরা স্বাস্থ্য, সম্পত্তি এবং জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।"

(৬) "অদ্য যাহা করিতে পার, তাহা কল্যকার জন্য রাখিও না; কারণ, কল্য তোমার আয়ত্তাধীন নয়।"

—০—

কদলী বৃক্ষ।

১। পশুজাতির মধ্যে গোরু এবং বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে কদলী বৃক্ষ, গৃহস্থের নিতান্ত হিতকারী। গৃহস্থাশ্রমে এতদুভয়ের অভাব হইলে, অনেক সময়েই নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

২। কলাগাছ, কলাগাছের থোড়, মোচা, পাতা, বাসনা (খোল), এবং ফল প্রভৃতি প্রত্যেক দ্বারাই আমাদের নানা প্রয়োজন সাধিত হয়। হিন্দুরা, কলাগাছ মঙ্গলচিহ্ন-সূচক বিবেচনায়, বিবাহাদি শুভ কার্য্য কলাগাছ তলায় সম্পন্ন করেন। পূজা কি অন্যান্য উৎসব সময়ে, ইহা গৃহদ্বারে ও পথ পার্শ্বে স্থাপন করা হয়। বোম্বাই অঞ্চলে, পতিব্রতা রমণীরা, পতির আয়ু ও ধন বৃদ্ধির কামনায়, কলা গাছের পূজা করেন। আমাদের বঙ্গদেশেও, কলা বউর আকারে, ইহার পূজা হইতেছে। এভিন্ন, ৩।৪টী কলা গাছ একত্র খিলান করিলে, ভেলা তৈয়ার হয়। কলাগাছ, হস্তী এবং গবাদি পশুর উত্তম খাদ্য। দুর্ভিক্ষের সময়, লোকে, একমাত্র কলাগাছ সিদ্ধ খাইয়া, জীবন রক্ষা করিয়াছে, এরূপও শুনা গিয়াছে। আমরা কলাপাতায় লিখি, ভাত খাই, নল করিয়া তামাক খাই, দোকানিরা ইহাতে গুড় ও চিনি ইত্যাদি, এবং মালীরা ফুলের মালা মুড়িয়া দেয়। কলার থোড় ও মোচা উপাদেয় তরকারী। কলাগাছের বাসনাতে জল পান করা যায়, ভাত খাওয়া যায় এবং স্থান বিশেষে, ইহা তরকারী রূপেও ব্যবহৃত হয়। ইহার সুতা দ্বারা প্রায় সর্ব্বত্রই ফুলের মালা গাঁথে। ধোপারা বাসনা পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করে।

৩। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, কলাগাছের ডাল, পাতা ও বাসনাতে উত্তম সুতা প্রস্তুত হইতে পারে। ঐ সুতায় কাগজ, কাপড়, দড়ি ও কাছি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এনিমিত্ত, আজ কাল অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে কলাগাছের আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৫১ সনে মান্দ্রাজ প্রদর্শনীতে, ডাক্তার হাণ্টার, কলাগাছের সুঁতায় প্রস্তুত কাগজ, দড়ি, কাছি এবং নানাপ্রকার সুতার নমুনা উপস্থিত করিয়া ছিলেন। গত ১৮৮৪ সনে কলিকাতা মহা প্রদর্শনীতেও, ঢাকার তন্তুবায়গণ কলাগাছের সুতায় নির্ম্মিত রুমালে সাচ্চাজড়ির কাজ করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। অদ্যাপি, ঐ রুমাল, কলিকাতার প্রসিদ্ধ যাদুঘরে, সাধারণের দৃষ্টার্থে রহিয়াছে।

৪। কাঁচা কলা উত্তম তরকারী এবং পাকা কলা অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। এভিন্ন, কলায় অতি উত্তম চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। কলার পাতা, কলাগাছের রস, মূল ও শিকড় প্রভৃতি অনেক সময় ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়।

৫। আজ কাল, আমাদের দেশে অনেক প্রকার কলা জন্মে। যে গুলির তরকারী খাওয়া যায়, তাহাদিগকে কাঁচকলা, আর যে গুলির ভিতরে অধিক বীচি থাকে, তাহাদিগকে বীচেকলা কহে। এভিন্ন,

কাঁঠালী কলা, চাঁপা কলা, মর্ত্তমান কলা, কাবুলি কলা, কানাইবাঁশী, কালীবউ, মালভোগ, ঘিয়ে কলা, অগ্নিরম্ভা এবং রামরম্ভা বা রামকলা প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

৬। উপরে যে সকল কলার কথা বলা হইল, তাহার সকল গুলি আমাদের দেশীয় নহে। সময় সময়, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে, অনেক কলা গাছ আনিয়া, আমাদের দেশে আবাদ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মার্ত্তাবান হইতে যে কলা গাছের আমদানী করা হইয়াছে, তাহাকেই মর্ত্তমান কলা কহে। আবার অনেকের বিশ্বাস, সংস্কৃতে মর্ত্ত্য * নামে যে কলার উল্লেখ আছে, তাহাই মর্ত্তমান বলিয়া পরিচিত।

৭। এক দেশের লোক, অন্যদেশে গেলে, তথায় যাঁহা কিছু ভাল দেখিতে পায়, তাহা স্বদেশে আনিতে চেষ্টা করে। এ কারণ, আজকাল আমাদের দেশে অনেক বিদেশীয় বৃক্ষাদির আমদানী হইয়াছে। ফলের মধ্যে পিয়ারা, বাতাবি লেবু এবং মিঠা কুমড়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আনীত।

৮। কলা, ধান, কলাই, মসুর প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষাদি, একবার ফল হইলেই, মরিয়া যায়, তাহাদিগকে

---

* "মাণিক্যমর্ত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা।
ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।"

ওষধি বৃক্ষ কহে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ গণের বিভাগ অনুসারে, কলাগাছ কোমলকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণীভুক্ত।

৭। বৃক্ষ, লতা প্রভৃতিকে উদ্ভিদ পদার্থ বলে। চেতন পদার্থের ন্যায় ইহাদিগেরও জন্ম ও মৃত্যু আছে, এবং দেহ রক্ষার্থে জল ও বায়ুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বরের এমনি সৃষ্টি কৌশল যে, আমরা যে বায়ু অপরিশুদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিত্যাগ করি, তাহাই বৃক্ষাদির শরীর পোষণের উপযোগী হয়। পক্ষান্তরে, বৃক্ষলতাদির পরিত্যক্ত বায়ু, আমাদের সেবনযোগ্য বিশুদ্ধ হয়। অতএব, সকলেরই স্ব স্ব বাসস্থানের সন্নিকটে বৃক্ষ লতাদি রোপণ করা কর্ত্তব্য।

বাদুড়।

১। পক্ষীজাতির মধ্যে বাদুড়, পেঁচা এবং চামচিকা প্রভৃতি কতক গুলিকে নিশাচর পক্ষী বলে। ইহাদের চক্ষু এত কোমল যে, সূর্য্যের তেজ কিছু মাত্র সহ্য করিতে পারে না ; এই নিমিত্ত, ইহারা রাত্রিকালে বিচরণ ও আহার অন্বেষণ করে, আর দিবাভাগে নিদ্রা যায়।

২। উপরে যে প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, উহা বাদুড়ের প্রতিকৃতি। বাদুড় আর চামচিকা একজাতীয় পক্ষী। বাদুড় প্রায়ই বড় বড় বৃক্ষের ডালে ও বাঁশ ঝাড়ে, অনেক গুলি একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে ; এবং ডাল পালায় পা আট্‌কাইয়া অধোমুখে ঝুলিয়া নিদ্রা যায়।

৩। বাদুড়ের পক্ষীর ন্যায় দুই পা এবং পক্ষ আছে বটে; কিন্তু ইহারা দ্বিজ নহে—ডিম্ব পাড়ে না; এবং পক্ষী জাতির ন্যায় বাসাও নির্ম্মাণ করে না। ইহারা পশুর ন্যায় বাচ্চা প্রসব করে, এবং সে গুলি যত দিন উড়িতে না পারে, তত দিন ইহাদিগের বুকে ঝুলিয়া থাকে। অন্য প্রাণীর ন্যায় বাদুড়ের মলদ্বার নাই। ইহারা মুখ দ্বারাই আহারও মলত্যাগ উভয় কার্য্য সমাধা করে। বাদুড়, পশু ও পক্ষী এই উভয় জাতির ধর্ম্মাক্রান্ত।

৪। যে সকল কীট ও পতঙ্গাদি ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করে, তাহারাই বাদুড়ের প্রধান খাদ্য। একারণ, বাদুড় কৃষকগণের বিশেষ হিতকারী।

৫। পৃথিবীর কোন কোন প্রদেশে, আর এক জাতীয় বৃহদাকার বাদুড় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে 'রক্তপায়ী' আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। কারণ, ঐ সকল বাদুড়কে, ঘোড়া, গোরু, এমনকি, মনুষ্যের রক্ত পর্য্যন্ত পান করিতে দেখা গিয়াছে।

৬। অনাবৃত স্থানে, কাহাকেও নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে পাইলে, উহারা নিঃশব্দে নিকটে যাইয়া, প্রথমে, পাখা বিস্তার করতঃ, বাতাস করিতে থাকে; পরে, যখন বুঝিতে পারে যে, ঐ ব্যক্তির সহসা জাগরিত

হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তীক্ষ্ণ দাঁতে, তাহার শরীরে ছিদ্র করিয়া, অবিরত রক্ত শোষণ করিয়া লয়।

৭। এরূপ কথিত আছে, এক সময়ে, পশু ও পক্ষী দুই দল বদ্ধ হইয়া, আপনাদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল। বিবাদের প্রথমে, বাদুড় কোন দলে যোগ না দিয়া, দূর হইতে তাহাদের গতি বিধি নিরীক্ষণ করিতে ছিল। পরে, যখন দেখিতে পাইল, যুদ্ধে পশুদিগেরই জয় হইতেছে, তখন আস্তে আস্তে ডানা গুটাইয়া, পশুর দলে মিশিয়া গেল। কিন্তু অত্যল্প কাল পরেই, আবার পক্ষীদল প্রবল হইয়া, পশুদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেছে, দেখিয়া, বাদুড় পাখা ছড়াইয়া, পক্ষীর দলে যোগ দিল, এবং আপনাকে পক্ষী পরিচয়ে, নানা প্রকার আস্ফালন করিতে লাগিল।

৮। যুদ্ধকালে, বাদুড়, এইরূপে ক্রমাগত, এ দল সে দল করিতেছে, পশু ও পক্ষী সকলেই তাহা লক্ষ্য করিয়া ছিল। পরে, যখন বিবাদ মিটিয়া উভয় দলে সন্ধি হইল; তখন, কেহই বাদুড়কে আপনাদিগের দল ভুক্ত করিতে স্বীকৃত হইল না; অধিকন্তু, সকলে মিলিয়া তাহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল।

৯। মনুষ্যের মধ্যেও এরূপ বাদুড় জাতীয় লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

পেঁচা।

১। আমরা যেমন আহার করি, গান গাই, বেড়াইয়া বেড়াই, পাখী সকলও, দিনের বেলায়, সেই-রূপ করিয়া থাকে, রাত্রি হইলে, আপন আপন বাসায়, ডানা গুটাইয়া নিদ্রা যায়। কিন্তু পেঁচার সকলই উল্টা। ইহারা দিনের বেলায় নিদ্রা যায়, রাত্রিতে চরিয়া

বেড়ায়। সূর্য্যের আলোক ইহাদের চক্ষে সয় না; এবং ছোট ছোট পাখী, ইহাদিগকে দেখিলে, ঠুকরাইয়া বিরক্ত করে; এজন্য, ইহারা দিনের বেলায় বাহির হয় না।

২। পেঁচা অন্ধকারে থাকে, কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপও ভাল বাসে। যখন শীত পায়, তখন গাছের কোটরে, ভাঙা দেওয়ালের ফাটলে, রৌদ্রের উত্তাপে, সুখে নিদ্রা যায়।

৩। পেঁচা অল্প আলোকে উত্তম দেখিতে পায়। ইহারা ইন্দুর,মৎস্য এবং কীট ও পতঙ্গাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। এই সকল খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত হইলে, সময় সময়,অন্য অন্য পক্ষীও ধরিয়া খায়।

৪। পেঁচার পাখা এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, তদ্দ্বারা, কিছুমাত্র শব্দ না করিয়া, অনায়াসে উড়িতে পারে। ইহাদিগের শ্রবণ শক্তি এত প্রবল যে, সামান্য ইন্দুরের গতিও, ইহারা, সহজে টের পায়।

৫। ক্ষেত্রে ইন্দুর, অথবা জলে মৎস্য দেখিতে পাইলে, ইহারা, বাজ পক্ষীর ন্যায় উপর হইতে ছোঁ মারিয়া, তদুপরি পতিত হয়; এবং তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা ধরিয়া, তাহা আস্ত গিলিয়া ফেলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাংস হজম হইলে,ইহারা, মুখ দ্বারা, অস্থি গুলি অনায়াসে বাহির করিয়া ফেলে। একারণ,

পেঁচার বাসস্থানের নিকটে সর্ব্বদাই অস্থি খণ্ড সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। পেঁচা মনুষ্যের হিতকারী। উহারা ইঁদুর ধরিয়া খায়; তাহাতে লোকের ধান চাল নষ্ট হয় না।

মধুপায়ী পক্ষী।

১। ভ্রমরাদি পতঙ্গেরা পুষ্পের মধু পান করে। এভিন্ন, একজাতীয় পক্ষী আছে, যাহারা পুষ্প-মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে; তাহাদিগকে মধুপায়ী পক্ষী বলে। উহাদের আকার অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে বড়ই সুশ্রী। শরীরের বর্ণ নীলের আভাযুক্ত কাল। চঞ্চু অতি সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ এবং পুষ্প-মধু পান করিবার বিশেষ উপযোগী। ভ্রমর, যেমন সূক্ষ্ম শুঁড় দ্বারা, পুষ্প-মধু পান করে, উহারাও তদ্রূপ সূক্ষ্ম চঞ্চু দ্বারা যে কোন ফুলের মধু অনায়াসে পান করে।

২। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল! তিনি জীব গণের স্ব স্ব প্রয়োজন বুঝিয়া, তদনুরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি প্রদান করিয়াছেন। আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতে হয় বলিয়া, তিনি পক্ষী জাতির দেহ লঘু, অথচ ফুস্ ফুস্ অপেক্ষাকৃত বড় করিয়াছেন। এভিন্ন, খাদ্য দ্রব্যের বিভিন্নতানুসারে, তিনি পক্ষীদিগকে নানা আকৃতির চঞ্চু ও নখাদি প্রদান করিয়াছেন।

একতা।

১। একতার গুণ ও বল অসাধারণ। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু সমূহ মিলিত হইয়া, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। সামান্য তৃণকণা সমূহ একত্র করিলে, মহাবল মত্ত হস্তীও বাঁধিয়া রাখা যায়। * বহু লোকের সমবেত চেষ্টায়, ইজিপ্তের যে সুবৃহৎ পিড়ামিড নির্ম্মিত হইয়াছে, একজন মনুষ্য, অনন্তকাল চেষ্টা করিলেও, তাহা নির্ম্মাণ করিতে, কখনও, সমর্থ হইত না। ক্ষুদ্রকায় পুত্তিকা সকল মিলিয়া, যেরূপ বৃহদায়তন বল্মীক প্রস্তুত করে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

---

* "অল্পানামপিবস্তূনাংসংহতিকার্য্যসাধিকা।
তৃণৈগুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তেমত্তদন্তিনঃ ॥"

২। আমরা একাকী প্রায় কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন করিতে পারি না।" একারণ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী এবং পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, একত্র বাস করি। বস্তুতঃ, মানবজাতি পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন, নিরপেক্ষ ভাবে, কখনই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না, এবং ইহা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের অভিপ্রেতও নহে।

৩। এরূপ কথিত আছে;—এক পরিবারে সর্ব্বদাই ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইত। বৃদ্ধ পিতা, পুত্রগণের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিবার জন্য, বিস্তর চেষ্টা করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে, তিনি নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলেন।

৪। একদা, তিনি পুত্রগণকে ডাকিয়া, এক আটি সুদৃঢ়বদ্ধ কঞ্চী, তাহাদিগের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, বৎসগণ! তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ, এই কঞ্চী আটি ভাঙ্গিতে পারিবে, আমি তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব। পুরস্কারের লোভে,তাহারা, একে একে সকলেই, কঞ্চী আটি ভাঙ্গিবার জন্য,প্রাণপণে চেষ্টা করিল; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরে, কঞ্চী আটি খুলিয়া দিলে, সকলেই তাহার এক এক খান অনায়াসে ভাঙ্গিতে লাগিল।

৫। তখন, তিনি পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; দেখ, বৎসগণ! তোমরা, যে কঞ্চী গুলি এখন, পৃথক্‌ভাবে, অনায়াসে ভাঙ্গিতেছ, একত্র থাকায়, তাহা ভাঙ্গা দূরে থাকু, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, কেহ একবার নোয়াইতেও সমর্থ হও নাই। অতএব, তোমরাও যদি এই কঞ্চী গুলির ন্যায়, সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাক, তবে নিশ্চয় জানিও, কোন প্রবল শত্রুও, তোমাদিগের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা পরস্পরের বলে বলীয়ান হইয়া, পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে।

৬। ফলতঃ, এই দৃষ্টান্ত এবং উপদেশে, ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে বিবাদ ছিল, তাহা অচিরাৎ দূরীভূত হইল। অধিকন্তু, পরস্পরের সমবেত চেষ্টায়, পরিবারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল।

নরাহারী বৃক্ষ।

১। বাঘে মানুষ খায়, একথা তোমরা সকলেই জান। কিন্তু বৃক্ষে মানুষ খায়, বোধ হয়, এরূপ কথা, কেহ কখন শুনিতেও পাও নাই। এক সাহেব মাদাগাস্কারে ভ্রমণ করিতে করিতে, কোন এক অরণ্যের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন; এমন সময়ে, অনতিদূরে, স্ত্রীলোকের চীৎকার শুনিয়া, তিনি সেই দিগে গমন করিলেন। যাইয়া দেখেন, কয়েক জন পুরুষ, এক জন স্ত্রীলোককে, একটা বৃক্ষে উঠিবার জন্য বলিতেছে; কিন্তু স্ত্রীলোকটী কাকুতি মিনতি করিয়া, তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। যে বৃক্ষে তাহাকে আরোহণ করিতে বলা হয়, তাহা দেখিতে আমাদের দেশীয় নারিকেল বৃক্ষের ন্যায়; কিন্তু অধিক দীর্ঘ নহে— পাঁচ, ছয় হস্ত উচ্চ হইবে। সেই বৃক্ষের এমন গুণ যে, তাহার স্কন্ধে ছিদ্র করিলে, তাহা হইতে এক প্রকার মিষ্ট অথচ মাদক রস নিঃসৃত হয়।

২। নির্দ্দয় পুরুষদিগের আদেশ লঙ্ঘনের উপায়ান্তর না দেখিয়া, স্ত্রীলোকটী প্রথমে বৃক্ষতলে যাইয়া, তাহার স্কন্ধ ছিদ্র করতঃ, কতকটা রস পান করিল। পরে, সে বৃক্ষারোহণ করিতে লাগিল; তখন সমস্ত পাতা গুলি তাহার উপরে ঝুলিয়া পড়িল, এবং তাহাকে এমত ভাবে জড়াইয়া ধরিল যে, সে যাতনায় চীৎকার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে, নিকটস্থ লোকেরা,ঐ বৃক্ষে ছিদ্র করিয়া,তাহার রস পান করতঃ, ঢাক ও ঢোল প্রভৃতি বাজাইয়া, নৃত্য করিতে লাগিল।

৩। যে স্ত্রীলোকটী বৃক্ষে উঠিয়াছিল; প্রথমতঃ, সে চীৎকার করিতে ছিল বটে; কিন্তু পরে, তাহার আর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বৃক্ষের পাতা গুলি, এরূপ ভাবে,তাহার উপরে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাকে আর দেখিতেও পাওয়া গেল না। চারি ঘণ্টা পরে, পাতা গুলি, পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল, ঠিক্ সেই ভাবে দাঁড়াইল; কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার অস্থি ও মাংস সমস্তই ঐ বৃক্ষে লীন হইয়া গিয়াছিল। দেখ, ঈশ্বরের কি অদ্ভুত সৃষ্টি!

৪। আমেরিকা দেশে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহাদিগকে পতঙ্গভুক বা মক্ষিকাপাশ বৃক্ষ কহে।

উহার পত্র গুলি দ্বিদল এবং আঁশাল। মক্ষিকাদি কোন প্রকার পতঙ্গ ঐ পত্রের উপর বসিলে, কিম্বা কোন রূপে পত্রের আঁশ স্পর্শ করিলে, উহা মুদ্রিত হইয়া যায়। ঐ মুদ্রিত পত্র সমূহ, জন্তু গণের পাকস্থলীর ন্যায় হয়। আহার সামগ্রী উদরস্থ হইলে, পাকস্থলী হইতে অম্লাদি রস নিঃসৃত হইয়া, যেরূপে পরিপাক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, মুদ্রিত পত্রমধ্যস্থ মক্ষিকাদিও তদ্রূপে জীর্ণ হইয়া যায়। তৎপরে, পত্র গুলি পূর্ব্ববৎ বিস্তৃত হয়।

৫। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল! সচরাচর পশু ও পক্ষী প্রভৃতি জন্তু গণকেই, পত্র ও পল্লবাদি ভক্ষণ করিয়া, জীবন ধারণ করিতে দেখা যায়; কিন্তু বৃক্ষে মানুষ খায়, পত্রে পতঙ্গ ভক্ষণ করে, এরূপ অদ্ভুত কথা, আর কখনও, শুনা যায় নাই।

আমেরিকার আদিম নিবাসী দিগের আমোদ।

১। মনুষ্য মাত্রই আমোদ প্রিয়। বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ সম্ভোগে শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি জন্মে। সভ্য ও অসভ্য সকল জাতীয় লোকের মধ্যেই নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি করিয়া, আমোদ আহ্লাদ করিবার রীতি আছে। যে জাতি যত সভ্য, তাহাদিগের নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি আমোদ সম্ভোগ-প্রণালীও তত পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ। এতিন্ন, বয়স, শিক্ষা এবং সমাজের বিভিন্নতানুসারে, লোকের রুচিরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়। বালকেরা যে সকল খেলা ও নৃত্য, গীত এবং বাদ্যাদি করিয়া আমোদিত হয়, বৃদ্ধের তাহাতে তত আমোদ বোধ হয় না।

অসভ্যেরা যেরূপ আমোদ প্রমোদে সুখী হয়,সুশিক্ষিত সভ্যজাতীয় লোকেরা, তাহা সুরুচিসঙ্গত নয় বলিয়া, অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করেন।

২। মহাত্মা কলম্বস, আমেরিকা আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে, তথায় যে সকল লোক বাস করিত, তাহাদিগকে আমেরিকার আদিম নিবাসী কহে। শিক্ষার অভাবে, তাহারা আমাদের দেশীয় কুকি, নাগা এবং গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় অসভ্য ও মূর্খ ছিল।

৩। অশিক্ষিত মনুষ্যদিগকে পশুর সহিত তুলনা করা হয়। বাস্তবিক, আমেরিকার আদিম নিবাসী অসভ্যদিগের বিবরণ পাঠ করিলে, ইহার প্রকৃত প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারাই আমেরিকার দাস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্বকালে, এই দাসেরা, পশু পক্ষীর ন্যায় ব্যবহৃত এবং হাটে ও বাজারে বিক্রীত হইত।

৪। উপরে যে প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহাতে দেখা যায়, ইহারা কেহ ভল্লুক,কেহ বানর,কেহ কেহ বা গর্দ্দভ প্রভৃতি পশু সাজিয়া, মনের আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ইহারা,নৃত্য করিবার সময়,সুরা পান করে, এবং যে জন্তুর মুকোষ পরে, তাহার ন্যায় শব্দ করিয়া, দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকে।
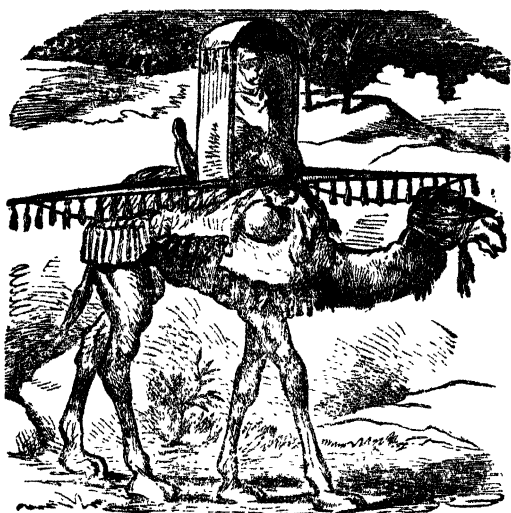
উষ্ট্র।

১। উষ্ণপ্রধান দেশ উষ্ট্রের জন্মস্থান। একারণ, আফ্রিকায় এবং এসিয়ার মরুসন্নিহিত প্রদেশে উষ্ট্র অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আরব দেশ, উটের জন্য, সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবীয়েরা ইহার দুগ্ধ পান করে; ইহার লোমে গাত্রবস্ত্র ও তাঁবু প্রস্তুত করে; ইহার মাংস ভক্ষণ করে; পরিবারবর্গ ও আবশ্যক দ্রব্য সকল উষ্ট্রের পৃষ্ঠে চাপাইয়া, নানা স্থানে গমনাগমন করে। অতএব, উষ্ট্র আরবদিগের যারপর নাই উপকারী।

২। আরব দেশের মরুভূমি অতি ভয়ানক স্থান। সেখানে জলাশয় নাই, বৃক্ষের ছায়া নাই, ভূমিতে তৃণও নাই; যে দিকে চাও, কেবল অপার বালুকা-রাশি ধূ ধূ করিতেছে। মধ্যাহ্ন কালে, দারুণ রৌদ্রে, যখন বালি-রাশি তাতিয়া উঠে; এবং উহা অগ্নি-কণার মত, ঝড়ে উড়িতে থাকে; তখন অপর কোনও জন্তু চলিতে পারে না; কেবল ধৈর্য্যশালী কষ্টসহিষ্ণু উষ্ট্র, নাসিকার উপরের চর্ম্ম দ্বারা, নাসিকার দ্বার আবৃত করিয়া, চক্ষু মুদিয়া, সেই মরুভূমির উপর দিয়া, অনায়াসে চলিয়া যায়।

৩। গো মহিষাদির যেমন চারিটি পাকস্থলী আছে, উটের সেরূপ নয়; ইহার আরও একটি অধিক আছে। ঐ থলীতে, ৫।৬ দিনের উপযুক্ত পানীয় জল, একবারে পূরিয়া রাখে, এবং প্রয়োজন মতে, ঐ জল পাকস্থলীতে লইয়া যাইতে, ও মুখে তুলিয়া জিহ্বা সিক্ত করিতে পারে। একারণ, পাঁচ সাত দিন জল না জুটিলেও, উটের কোন কষ্ট হয় না। উষ্ট্র, গোটাকতক খেজুর ও কাঁটা ঘাস খাইয়া, দিন কাটাইতে পারে। আধ ক্রোশ অন্তরে জল থাকিলে, ইহারা, গন্ধ দ্বারা টের পায়।

৪। উষ্ট্রের ন্যায় ধৈর্য্যশালী পশু আর দেখা যায় না। ইহারা, অগ্নিতুল্য তপ্ত বালির উপর দিয়া, প্রতিদিন

৫০।৬০ ক্রোশ করিয়া, ক্রমাগত নয় দশ দিন চলিতে পারে। যখন দারুণ উত্তাপে তাপিত হয়; তখনই কেবল উন্মত্তের ন্যায় হইয়া, আপন প্রভুকে কামড়াইতে যায়।

৫। তুরুষ্ক, পারস্য ও মিসর দেশের লোকেরা, উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বড় বড় বোঝা চাপাইয়া, নানা দেশে বাণিজ্য করিতে যায়। ঐ সময়ে, তাহারা সহস্র সহস্র উট একত্র করিয়া, দল বাঁধিয়া যায়। উট, যখন বোঝা লয়, উদর পাতিয়া মাটিতে শয়ন করে, এবং পা গুটাইয়া পেটের তলে রাখে। বোঝাই হইবা মাত্র, আপনি উত্থিত হয়; যদি অধিক ভার চাপান যায়, তবে উঠিতে চায় না; কাতর স্বরে চীৎকার করিতে থাকে। উটকে চালাইবার জন্য চাবুক মারিতে হয় না; কেবল বাঁশি বাজাইলে, উহার শব্দ শুনিয়া, আনন্দে চলিয়া যায়। বড় বড় উট ১০।১২ মণ দ্রব্য অনায়াসে লইয়া যায়। উট না থাকিলে, আরব দেশীয়েরা সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি কোন প্রকারেই পার হইতে পারিত না। এইজন্য, উটকে 'অরণ্য জাহাজ' বলে।

৬। সময় সময়, মরুভূমিতে সাইমুম নামে এক প্রকার বিষাক্ত ও প্রাণনাশক বায়ু প্রবাহিত হয়। ঐ বায়ু নাসা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিয়োগ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য সংস্কার-বলে, উটেরা, উহা প্রবাহিত হইবার অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই, জানিতে পারে। তখন,

এক প্রকার বিকট চীৎকার ধ্বনি করিয়া, আরোহী-দিগকে সতর্ক করে, এবং অবিলম্বে ভূপতিত হইয়া, আপনাদের মুখ ও নাসিকা বালুকা মধ্যে লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। ঐ বায়ু অতি অল্প সময়ের জন্যই প্রবাহিত হয়।

৭। উটের, এক বারে, একটির অধিক সন্তান হয় না। ছয় বৎসর বয়সে, উট পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়, এবং, চল্লিশ, পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

৮। করুণাময় পরমেশ্বর, উটকে কেবল একটি অতিরিক্ত পাকস্থলী দিয়াছেন এমন নহে; বালু রাশির মধ্য দিয়া গমন করিতে হয় বলিয়া, তিনি, তাহাদের পদতল অপেক্ষাকৃত বড় করিয়াছেন। এভিন্ন, ইহাদের পৃষ্ঠদেশে যে একটী কুজ জন্মায়, খাদ্যের অভাব হইলে, তাহা, ক্রমে ক্ষয় হইয়া, শরীরের পুষ্টি সাধন করে; এবং যত দিন, উহা সম্পূর্ণ রূপে লয় প্রাপ্ত না হয়, তত দিন, ইহারা অনাহারে চলিতে পারে।
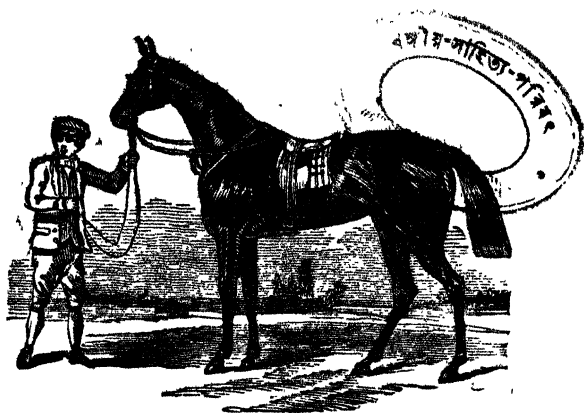
যান।

তাড়াতাড়ি যেতে যদি, হয় প্রয়োজন ;
আরবী ঘোড়ায় তবে, কর আরোহণ।

হেলে দুলে যেই জন, যেতে ইচ্ছা করে,
সে যেয়ে শোয়ার হৌক, হাতীর উপরে।

ধু ধু করে মরুভূমি, হবে যদি পার,
তবে তুমি এই উটে, হওগে শোয়ার।

অল্প অর্থে যদি যানে করিবে গমন,
তবে এসে গরু-গাড়ী, কর আরোহণ।

আয়াসে যাইবে, যদি শুইয়া বসিয়া,
তবে তুমি যাও, অই পাল্কি চড়িয়া।

বড় মানুষের ছেলে, বাপের বিষয়,
পাইয়াছ হাতে সবে, সখ্ অতিশয়।
ঘোড়ার গাড়ীতে তবে, করি আরোহণ,
বেড়াও গড়ের মাঠে, নিয়ে সঙ্গীগণ।

যাবে যদি বারাণসী, অথবা দিল্লীতে,
তবে তুমি চড় গিয়া, রেলের গাড়ীতে।
ঘণ্টা মেরে সিঙ্গা ফুঁকে, সোঁ সোঁ করে যাবে,
নদ নদী দেশ কত, দুপাশে ছাড়াবে।

সমুদ্র গমনে যদি, হয়ে থাকে মন,
ধুঁয়ার জাহাজে তবে, কর আরোহণ।
নামানি উজান ভাটি, নাহি কোন দায়,
সাগরের বক্ষ ভেদি, জা'জ চলি যায়।

—o—

১। যদ্দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া যায়, তাহাকে যান কহে। গমনাগমন জন্য, পরমেশ্বর, মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি কতকগুলি জন্তুকে পা এবং পক্ষী ও পতঙ্গাদি কতকগুলিকে পাখা দিয়াছেন। কিন্তু জল ও স্থলময় সুবিস্তীর্ণ পৃথিবী, কেবল মাত্র পায়ের সাহায্যে, পরিভ্রমণ করা অসম্ভব ও অসাধ্য। একারণ, মানবজাতি, আপনাদিগের বুদ্ধি ও ক্ষমতা বিকাশের

সঙ্গে সঙ্গে, নানা প্রকার যানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।
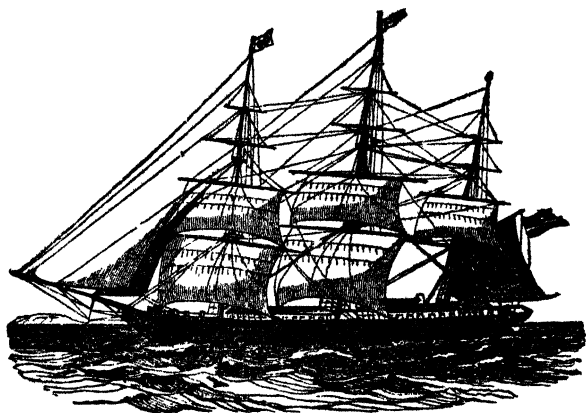
২। মানবজাতি বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে অপরাপর জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একারণ, তাহারা, বুদ্ধিবলে ও কৌশলে, অনেক পশু ও পক্ষী বাহকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। তন্মধ্যে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গো, মহিষ ও হরিণ প্রভৃতি পশু এবং বাঁজ ও কবুতরাদি পক্ষীই প্রধান।

৩। সভ্যতা এবং বিজ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, ভেলা, নৌকা, জাহাজ ও ষ্টিমার প্রভৃতি জল-যান, এবং স্থলপথে গমনাগমন জন্য, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রেলগাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। এভিন্ন, আকাশ

মার্গে বিচরণ করিবার জন্য, নানা কলকৌশলে বিনির্ম্মিত বিবিধ-ব্যোম-যান ব্যবহৃত হইতেছে।
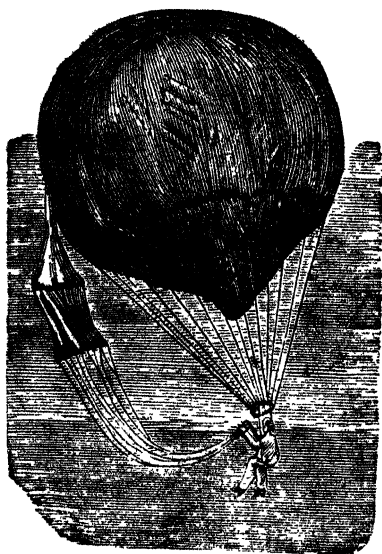
৪। পশুজাতির মধ্যে অশ্ব যেমন দ্রুতগামী, তেমনই কষ্টসহিষ্ণু। ইহারা যোদ্ধাদিগের প্রধান সহায়। বাষ্পীয় যান নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে, অশ্বের ন্যায় দ্রুতগামী যান আর ছিল না। একারণ, অশ্বের গতি-শক্তির সহিত বাষ্পীয় যানের বেগ-বলের তুলনা করা হয়। অনেকের মতে, অশ্বের ন্যায় সুশ্রী পশু আর নাই। সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ যুদ্ধ কালে, ইহাদিগের বুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

৫। দেশ ও স্থান বিশেষে, হস্তী, তদ্দেশবাসী-দিগের প্রধান যান। ঘোর অরণ্যে ভ্রমণ করিতে, হস্তীর ন্যায় উৎকৃষ্ট যান আর দেখা যায় না। ইহারা, ৩০।৪০ মণ ভার পৃষ্ঠে বহন করিয়া, অবলীলাক্রমে, বহু দূর চলিয়া যাইতে পারে। পশুজাতির মধ্যে হস্তীর ন্যায় সুখবাহী যান আর নাই; এনিমিত্ত, হস্তী রাজা-দিগের বাহন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৬। উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে, পরিভ্রমণ করিবার জন্য, উষ্ট্রই এক মাত্র যান। যে সকল মরু-ভূমিতে অপর কোনও জীব জন্তু ক্ষণকালের জন্যও অবস্থিতি করিতে পারে না, উহারা সেই সকল দুস্তর অগ্নিময় বালু-সাগর অনায়াসে পার হইয়া যায়। একারণ, করুণাময় পরমেশ্বর মরুসন্নিহিত উষ্ণপ্রধান দেশে উষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। আরব দেশ, উষ্ট্রের জন্য, সমধিক প্রসিদ্ধ।

৭। শীতপ্রধানদেশে, যখন, বরফ জমিয়া, মনুষ্যের গমন-পথ রোধ করে; তখন, গমনাগমন জন্য, এক জাতীয় হরিণ এবং শ্বেত ভল্লুক, তদ্দেশবাসীদিগের প্রধান সহায় হয়। পরম কারুণিক পরমেশ্বর, ঐ সকল

পশুর পায়ের তলা, এমনই সুকৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, উহারা, অক্লেশে, বরফ রাশির উপর দিয়া, গমনাগমন করে।

৮। এরূপ কথিত আছে, পূর্ব্বকালে, হংস ও কবুতরাদি পক্ষী দ্বারা, দূর দেশে সংবাদ প্রেরিত হইত। অধুনাতন, অনেক সভ্য দেশে, শিক্ষিত কপোত দ্বারা, শূন্য পথে বার্ত্তাবহের কার্য্য চলিতেছে। ১৮৭০খৃঃঅব্দে, জর্ম্মান সেনা, ফ্রান্সের রাজধানী পারিশ নগর অবরোধ করিলে, অবরুদ্ধ ফরাসীরা, শিক্ষিত কপোতের সাহায্যে, স্বপক্ষীয় দিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতেন। মনুষ্যের চেষ্টা ও অধ্যবসায় ধন্য!

৯। অর্ণব-যান, ব্যোম-যান এবং বাষ্পীয় শকট বা রেলগাড়ী, এই ত্রিবিধ যান, বিজ্ঞান বলে ও বিবিধ ফল কৌশলে নির্ম্মিত হইয়া, এইক্ষণ সর্ব্বপ্রধান যানের কার্য্য করিতেছে।

শরৎ ও সরলা।

শরৎকুমার কলেজের ছাত্র। সরলা নামে তাহার একটী কনিষ্ঠা ভগিনী আছে। সরলার বয়স ১২ বৎসর। সে তাহার দাদাকে বড় ভক্তি করে। শরৎও তাহার ভগিনীকে অত্যন্ত স্নেহ করে। সরলা কখনও শরৎকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, শরৎ তাহা অতি যত্নের সহিত বুঝাইয়া দেয়। সরলাও অতি মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করে।

এক দিন সায়ংকালে, শরৎ তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছে, এমন সময়ে, সরলা তথায় উপস্থিত হইল। শরৎ তখনও পড়িতে আরম্ভ করে নাই। নীরবে কি যেন চিন্তা করিতেছিল। এমন সময়ে, সরলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ;—

"দাদা ! তোমার কি আজ কিছু পড়িবার আছে ?"

শরৎ। কেন ? তোমার কি কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ? যদি থাকে, তবে বল, আগে তোমার কথা শুনিয়া, পরে পড়িতে বসিব।

সরলা। না, তবে আজ থাক্, আমি না হয় আর এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিব।

শরৎ। না সরলা, আমার যে নিতান্ত আবশ্যকীয় কিছু পড়িবার আছে, তা নয়। তুমি বল, কি বলিবে।

সরলা যে, দাদার মন রক্ষা করিবার জন্য, এইরূপ প্রশ্ন করিতে, অস্বীকার করিয়াছিল, তাহা নহে। অথবা সে শরৎকে সন্তুষ্ট করিতে,কি আদব কায়দা দেখাইবার জন্য যে, এরূপ করিয়াছিল,তাহাও নহে। সরলা জানিত, কাযের সময়, কাহাকেও বিরক্ত করা উচিত নয়। সে নিজে অনেক বার এইরূপ বিরক্ত হইয়াছে। পড়িবার সময়, হয়ত, তাহার ছোট ভাইটী আসিয়া, তাহাকে টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে, অথবা অন্য কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া, পড়ায় ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। এই জন্য, কাহারও কোন কায থাকিলে, সরলা তাহাকে কখনও কিছু বলিত না। এক্ষণে, শরতের অনুমতি পাইয়া, সরলা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—

"হ্যাঁ দাদা, মেঘ কি গা?"

শরৎ একটু কৌতুক করিয়া বলিল,—ঐ যে নীল আকাশে শাদা, কালো, লাল প্রভৃতি নানা বর্ণের ধোঁয়ার মত পদার্থ বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়, উহাকে মেঘ বলে।

শরৎ মধ্যে মধ্যে এই রূপ কৌতুক করিয়া, সরলার প্রশ্নের উত্তর দিত। সরলা তাহাতে হাস্য করিত না, অথবা বিরক্তও হইত না। সে ভাবিত, হয়ত আমার প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় কিছু গোল হইয়া থাকিবে। এই জন্য, প্রথমে, সে কথা গুলি মনে মনে ভাবিয়া দেখিত। সে দিনও, এইরূপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। পরে, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ ভাবে বলিল,—

"বল না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি—মেঘ কি? ঐ যে নানা বর্ণের ধোঁয়ার মত পদার্থ, আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, দেখিতে পাই, ও গুলি কি? ও গুলি কোথা হইতে জন্মায়?"

শরৎ বলিল, বল দেখি সরলা, বর্ষা কালে আমাদের পুকুরে জল কত দূর উঠে?

সরলা। কাঁনাকানি এক পুকুর জল হয়। কখনও বা পুকুর উপছাইয়া জল বাহির হইয়াও যায়।

শরৎ। আচ্ছা, তারপর শীত কালে আর গ্রীষ্ম কালে পুকুরে কত জল থাকে?

সরলা। বর্ষা হয়ে গেলে, জল ক্রমে কমিতে থাকে। অবশেষে, গ্রীষ্ম কালে জল একেবারে পুকুরের খোলে গিয়া পড়ে।

শরৎ। বল দেখি, বাকী জল কি হয়?

সরলা। কতক মানুষে তুলে নিয়ে' যায়। কতক

মাটিতে শুকিয়ে লয়। আর কতক রৌদ্রে শুকাইয়া যায়।

শরৎ। রৌদ্রে যে টুকু শুষ্ক হয়, সে জল কি হয়?

সরলা কিছুক্ষণ ভাবিতে লাগিল, কিন্তু জল শুকাইয়া কি হয়, সে তাহা ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিল না। পরে জিজ্ঞাসা করিল,—

"দাদা, জল শুকাইলে কি হয়?"

শরৎ। জল আগুনে জ্বাল দিলে কি হয়? তুমি রান্না করিতে দেখিয়াছ, জল সিদ্ধ করিতে গেলে কি হয়, দেখিয়াছ কি?

সরলা আগ্রহের সহিত বলিল,—

জল সিদ্ধ করিবার সময়, হাঁড়ি হইতে বাষ্প উঠিতে থাকে।

শরৎ। তবে বুঝিতে পার যে, জলে তাপ লাগিলে, তাহা হইতে বাষ্প উঠে। জলের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িলেও তাহা উত্তপ্ত হয়, সুতরাং কিয়দংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। সূর্য্যের কিরণ, প্রতি মুহূর্ত্তেই, ভূমির রস আকর্ষণ করিয়া, উহা শূন্যে উত্থিত করিতেছে। নদ, নদী, হ্রদ, সাগর, উপসাগর প্রভৃতি জলরাশি হইতে প্রতিনিয়ত এইরূপে বাষ্প উঠিতেছে।

সরলা। আচ্ছা দাদা, সূর্য্যের কিরণ লাগিলে যেন জল শুকাইয়া যায়। "কিন্তু ছায়াতেও জল শুকায়

কেন?" বাড়ীর ভিতর কত কূপ আছে, তাহাতে কখনও রোদ পড়ে না, অথচ তাহার জল শুকায় কেন?

শরৎ। একটা লোহা, কিয়ৎক্ষণ আগুনে রাখিয়া, জলে সংলগ্ন করিলে, তাহা হইতে বাষ্প উঠে কি?

সরলা। উঠে।

শরৎ। লোহা ভিন্ন, অন্য কোন বস্তু গরম করিয়া, ঐ রূপ করিলেও, সেই প্রকার বাষ্প উঠে। সূর্য্যের কিরণে বাতাস উত্তপ্ত হয়। ঐ উত্তপ্ত বাতাস রৌদ্রে ও ছায়ায়, সকল স্থানেই যায়। তাহাতেই ছায়ার জলও বাষ্প হইয়া উঠে।

সরলা। ঐ সব বাষ্প উঠিয়া কোথায় যায়?

শরৎ। এখন তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাইবে। ঐ সমস্ত বাষ্প, নদ, নদী প্রভৃতি হইতে উঠিয়া, আকাশে একত্র হয়। বাষ্প যখন জল হইতে উঠে, তখন আমরা উহা দেখিতে পাই না। কিন্তু ঊর্দ্ধে উঠিয়া, যখন মিলিত হয়, তখন আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাই।

সরলা। দাদা! বাষ্প যখন উঠে, তখন ত আমাদের অতি নিকটে থাকে; কিন্তু তখন আমরা দেখিতে পাই না; আর উপরে উঠিয়া দূরে গেলে, আমরা তাহা দেখিতে পাই কেন?

শরৎ। সরলা, সমুদ্রের জলের কি রঙ?

সরলা। নীল বর্ণ।

শরৎ। কিন্তু তাহার এক কলসী কি এক ঘটী জল তুলিয়া লইলেও কি তাহা সেইরূপ নীল বর্ণ দেখায়?

সরলা। না, সমুদ্রের জল খানিক তুলিয়া দেখিলে, বোধ হয়, তাহার কোনই রঙ নাই। কিন্তু, একত্র অনেক জল দেখিলে, ঈষৎ নীল বর্ণ দেখায়।

শরৎ। কেন, বল দেখি?

সরলা। সমুদ্রের জলের রঙ অত্যন্ত পাতলা। এজন্য, অল্প জলে তাহা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু একত্র অনেক জলের প্রতি চাহিয়া দেখিলে, উহা জানিতে পারা যায়।

শরৎ। রঙ্ পাতলা বলিয়া, অল্প জলে তাহা দেখা যায় না। কিন্তু রাশীকৃত জলসমষ্টি দ্বারা, উহা ঘনীভূত হইলে, আমরা জলের রঙ্ দেখিতে পাই। সেইরূপ, বাষ্প সকল যখন নদ, নদী প্রভৃতি হইতে উত্থিত হয়, তখন অত্যন্ত পাতলা থাকে; সুতরাং আমাদের নিকটে থাকিলেও, আমরা তাহা দেখিতে পাই না। কিন্তু আকাশে ঐ সমস্ত বাষ্প মিলিয়া, ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়, এবং উপর্য্যুপরি কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া থাকে। এই নিমিত্ত, তখন উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এখন, তুমি বল দেখি, মেঘ কি?

সরলা। নদ, নদী এবং হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় হইতে সূর্য্যের উত্তাপ দ্বারা অনবরত যে বাষ্প উঠিতেছে,

তাহা আকাশে মিলিত হয়। ঐ বাষ্প সমুচ্চয়কে মেঘ বলে।

শরৎ, ভগিনীর উত্তর শুনিয়া, অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, এবং সস্নেহে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, কোমল স্বরে বলিল ;—

"ঠিক্ বলিয়াছ, সরলা।"

গোলাপ।

অই মা ফুটেছে দেখ, গোলাপ সুন্দর,
রূপে, গন্ধে চারি দিক হয়েছে মোহিত,
বাগানেতে নাহি হেন, পুষ্প মনোহর ;
কাহার তুলনা হয়, উহার সহিত ?

তুমি পার বুনিতে মা, টুপি আর মোজা,
মালি কি গড়েছে দেখ, পুষ্প চমৎকার!
তোমার যে কর্ম্ম সে ত অতিশয় সোজা,
মালির কর্ম্মের দেখ কতই বাহার!

তুলিয়া আনিয়া উহা, অতীব যতনে,
পরাইয়া দিতে চাই, তোমার খোপায়;
আজ্ঞা কর যাই আমি, যাই এইক্ষণে,
বিলম্ব করিলে, পাছে অন্যে লয়ে যায়।

"বাগানের শোভা ওটি, তুল না উহারে!
বিশ্ব-শিল্পী গড়েছেন, আপনার হাতে;
সৃজিলেন যেই জন, তোমারে আমারে,
মালির কি সাধ্য আছে, উহারে গড়িতে?

দ্বিতীয় রাম-রাজা।

রুশীয় দেশের সম্রাট ইভান, আমাদের রামের ন্যায় প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনি, সর্ব্বদা ছদ্ম বেশে, স্বদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, আপন রাজ্য-শাসন বিষয়ে লোকের মতামত জানিতেন এবং প্রজাবর্গের অবস্থা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

একদিন, তিনি একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে, মস্কাউ এর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং পথ চলিতে চলিতে, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, এইরূপ ভান করিয়া, বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত, লোকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তিনি অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছিলেন; ফলতঃ তাঁহাকে ভদ্র লোকের মত দেখাইতে ছিল না; এজন্য, কেহ তাহাকে স্থান দিতে চাহিল না। তিনি, লোকের এ প্রকার অনাতিথেয়তা দেখিয়া, দুঃখিত হইয়া, তথা হইতে ফিরিয়া যাইতে ছিলেন; এমন সময়ে, অপর এক বাড়ী

নিকটে দেখিতে পাইলেন। ঐ বাটীর দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র, কৃষিজীবী গৃহস্থ বাহিরে আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই ?"

সম্রাট কহিলেন, "আমি বড় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, যদি থাকিবার জন্য একটু স্থান ও কিঞ্চিৎ আহার দেও তবে বড় উপকার হয়।"

গৃহস্থ উত্তর করিল, "তুমি বড়ই অসময়ে আসিয়াছ, আমার গৃহিণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত। যদি কষ্ট সহিতে সম্মত হও, স্থান দিতে পারি।"

সম্রাট সম্মত হইলে, গৃহস্থ তাঁহার হাত ধরিয়া, তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেল।

গৃহস্থ, সম্রাটকে গৃহে বসিতে দিয়া, কহিল, "এই খানে থাক, আমি তোমার জন্য কিছু খাবার আয়োজন করি।"

অল্পক্ষণ পরে, গৃহস্থ কয়েকটি রুটী ও কিছু মধু আনিল, এবং সম্রাটকে কহিল; "আমার ঘরে আর কিছু নাই—ইহাই আহার কর—সব খেও না—আমার ছেলেদিগকেও কিছু দিও। আমি যাই, দেখি ওঘরে কি হইতেছে।"

সম্রাট কহিলেন, "তুমি যে আমার প্রতি দয়া করিলে, ঈশ্বর নিশ্চই তোমাকে ইহার পুরস্কার দিবেন।"

গৃহস্থ কহিল, "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, আমার

গৃহিণী যেন কুশলে সন্তান প্রসব করেন—আমি আর কিছু চাহি না।"

সম্রাট কহিলেন, "আর কিছু চাও না?"

কৃষক কহিল, "আর কিছু না। ঈশ্বর আমাকে পাঁচটি সন্তান সন্ততি দিয়াছেন। আমার পিতা মাতা জীবিত, এবং আমার সঙ্গেই আছেন। আর আমার ক্ষেত্রে যে শস্য জন্মে, তাহাতে আমাদের সকলেরই সচ্ছন্দে প্রতিপালন হয়।"

অনন্তর, গৃহস্থ আতুর ঘরে যাইয়া, অল্প সময় পরে, বস্ত্রে বেষ্টিত নবজাত একটি পুত্র আনিয়া, অতিথিকে দেখাইল এবং কহিল, "এই আমার ষষ্ঠ সন্তান। দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে।"

সম্রাট বড় সন্তুষ্ট হইয়া, শিশুটিকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং কহিলেন, "বড় সুন্দর ছেলে হইয়াছে। আমি আকৃতি দেখিয়া, অদৃষ্ট গণিতে জানি, তোমার এ সন্তান, কালে, একজন বড় লোক হইবে।" ইহা শুনিয়া, কৃষকের মনে আরো আনন্দের উদয় হইল।

অনন্তর, গৃহস্থের বৃদ্ধা মাতা আসিয়া, নবজাত শিশুটিকে লইয়া গেল। তখন, গৃহস্থ আপন তৃণ-শয্যায় শয়ন করিল এবং অতিথিকেও শয়ন করিতে অনুরোধ করিল। ক্রমে, সকলে ঘোর নিদ্রাভিভূত হইল। কিন্তু সম্রাটের কি তৃণ-শয্যায় নিদ্রা হয়? তিনি উঠিয়া

বসিলেন। দেখিলেন, ছেলেরা নির্ভাবনায় নিদ্রা যাইতেছে। গৃহস্থেরও ঘোর নিদ্রা হইতেছে। সকলই শান্তিময়! তখন, সম্রাট মনে মনে ভাবিলেন, রাজ ভবনে শান্তি নাই—প্রকৃত শান্তি এই কৃষকের গৃহে। ইহারাই প্রকৃত সুখী। উচ্চাভিলাষ নাই। ধন নাই, সুতরাং দস্যু তস্করেরও ভয় নাই। ইহারা নির্ভাবনায় বাস করে।

প্রাতঃকালে, সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, সম্রাট কৃষককে কহিলেন, "আমি তিন ঘণ্টার মধ্যে আবার এই খানে আসিব।"

তিন ঘণ্টা অতীত হইল; কিন্তু কেহ আসিল না। তখন, কৃষক, রীত্যনুসারে বালকটিকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য, গির্জায় লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। তাহারা, সকলে মিলিয়া, যেমন বাটীর দ্বার দিয়া বাহির হইতে ছিল, এমন সময়ে, সৈন্য সামন্ত সহ সম্রাটের গাড়ী আসিয়া, তাহারই গৃহদ্বারে থামিল। সম্রাট গাড়ী হইতে নামিয়া, কৃষকের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "আমি তোমার নবজাত শিশুর ধর্ম্ম পিতা হইব। চল, গির্জায় চল।" সম্রাটের কথা শুনিয়া, কৃষক অবাক্ হইল। সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, সম্রাটের অঙ্গের রত্নাভরণ সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন, সম্রাট কহিলেন, "গত রাত্রে, তুমি, মনুষ্যের প্রতি

মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, এমন দয়া করিয়াছ। অদ্য আমি তোমাকে তাহার পুরস্কার দিতে আসিয়াছি। তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় তুমি সুখে আছ; সুতরাং আমি এ অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি না। তোমাকে যথেষ্ট জমি, গো ও গর্দ্দভ ইত্যাদি এবং একটি বড় বাটী দিব, যেন তুমি সচ্ছন্দে অতিথি সেবা করিতে পার। আর আমি তোমার এই নবকুমারের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলাম—আমি ইহাকে বড় লোক করিব।" কৃষকের মুখে বাক্য সরিল না। সে ছেলেটিকে আনিয়া, সম্রাটের পদতলে রাখিল। সম্রাট তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং নিজের গাড়ীতে গির্জায় লইয়া গেলেন। তথায় জাতক্রিয়া সমাপন হইলে, সম্রাট আবার কৃষকের গৃহে আসিয়া বসিলেন। পরে, তাহাকে কহিলেন, "তোমার এ সন্তান একটু বড় হইলেই, আমার নিকট পাঠাইবে। আমি, ইহাকে রাজভবনে রাখিয়া, প্রতি-পালন করিব।"

সম্রাট বাস্তবিক তাহাই করিলেন। কৃষককে যথেষ্ট নিষ্কর জমি ও গো মেষাদি দান করিলেন। এবং ছেলেটিকে রাজভবনে রাখিয়া, বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন। অবশেষে, এই বালক একজন বড় লোক হইয়া উঠিল।

সৎকার্য্যের কেমন পুরস্কার।

অপূর্ব্ব লোকানুরাগ।

ফ্রান্স দেশে,ইয়ন নামক স্থানে, একটি সপ্তদশ বর্ষীয়া নারী, অপূর্ব্ব লোকানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন।

ঐ স্থানে এক পয়ঃপ্রণালী খনন কালে, চারি ব্যক্তি এমন এক স্থানে নামিয়া কর্ম্ম করিতেছিল যে, সেই স্থান হইতে উপরে উঠা সহজ নহে। দৈবাৎ, সেখানকার তীব্র গন্ধবিশিষ্ট বাষ্পে, ঐ চারি ব্যক্তি এরূপ আকুলিত হইল যে, আর তাহাদের উঠিবার শক্তি রহিল না। তখন রাত্রি ১১ টা। সেই মধ্য রাত্রে, সেখানে এমন অধিক লোক ছিল না যে, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করে। তদবস্থায় আর কিয়ৎক্ষণ থাকিলেই, সেই চারি হতভাগ্য কর্ম্মকরের প্রাণত্যাগ হইত। কিন্তু একটি স্ত্রীলোক তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তিনি সন্নিহিত লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা এক গাছী রজ্জু ধর, আমি তদবলম্বনে নীচে গিয়া উহাদিগকে তুলি। পরহিতার্থে রমণীর এতাধিক

আগ্রহ দর্শনে, সন্নিহিত লোকেরা, তাহার সাহায্য করিল। তিনি নীচে নামিয়া, ঐ রজ্জুতে বাঁধিয়া দুই জনের উদ্ধার সাধন করিলেন। পরে, তৃতীয় ব্যক্তিকে ঐরূপে রজ্জুতে বাঁধিবার সময়, তাঁহার নিজেরই শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। তখন, তাঁহার ভাবিয়া উপায় স্থির করিবার অবসর ছিল না। এই শঙ্কট কালে, তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতি উপস্থিত হইল। তিনি, ত্বরিতহস্তে, আপনার চুল রজ্জুতে বাঁধিয়া দিলেন। তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তির সহিত তিনিও উপরে উত্তোলিত হইলেন। যখন উপরে নীত হইলেন, তখন তিনি মৃত-প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে, তাঁহার চেতনা হইল। কিন্তু এই শঙ্কটে, তিনি নিজের প্রাণের জন্য ভীত না হইয়া, নিম্ন ভূমিস্থ অপর ব্যক্তির উদ্ধারার্থ সমুৎকণ্ঠিত হইলেন। লোকেরা তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, আবার তাঁহাকে নীচে নামা-ইয়া দিতে বাধ্য হইল। এবার, তিনি কৃতকার্য্য হইয়াও হইতে পারিলেন না। ঐ চতুর্থ ব্যক্তি উপরে উত্থাপিত হইল বটে, কিন্তু উদ্ধার-কারিণীর প্রাণ-বায়ু নিঃশেষিত হইল।

ঈগল পক্ষীর অত্যাচার।

১। ঈগল পক্ষী অতি বৃহৎ ও বলবান। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াই হাত। পক্ষ বিস্তার করিলে, ইহাদের দৈর্ঘ্য পাঁচ ছয় হাতের অধিক হইবে, ঈগলেরা ছোঁ

মারিয়া বড় বড় পক্ষী, ছাগ, মেষ এবং শিশুদিগকে অনায়াসে লইয়া যায়।

২। এক সময়ে,ইংলণ্ডের অনেক পর্ব্বতময় প্রদেশে, এই ভয়ঙ্কর পক্ষী দেখা গিয়াছিল। এই পক্ষী স্কটলণ্ডে ও আয়ার্লণ্ডের পর্ব্বতে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে ওয়েল্‌স প্রদেশেও কখন কখন দেখা যায়।

৩। কিছু কাল হইল, সুইজর্লণ্ডে বারন নগরের নিকটে, গুলি দ্বারা, একটি বৃহৎ ঈগল পক্ষী হত হইয়াছিল। ঐ পক্ষী দুই শতেরও অধিক মেষশাবক, ছাগ ও মেষ প্রভৃতি মারিয়া, কয়েক বৎসর, লোকের অত্যন্ত অনিষ্ট করিয়াছিল।

৪। ঈগলেরা শাবকদিগের রক্ষণে ও আহার দানে অতিশয় যত্ন করে। ইহারা, আপনাদের পাখার আশ্রয় দিয়া, প্রথমতঃ শাবকদিগকে উড়িতে শিখায়। শাবকেরা উড়িতে উড়িতে ক্লান্ত হইয়া পতনোন্মুখ হইলে, ইহারা, অমনি ছোঁ মারিয়া, তাহাদিগকে পৃষ্ঠে ধারণ করে।

৫। আমেরিকার কোন পর্ব্বতময় প্রদেশে, এক গৃহস্থের স্ত্রী,দেড় বৎসর বয়স্ক শিশু সন্তানকে দোলনায় শোয়াইয়া,গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে, শিশু অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। জননী, অবিলম্বে

তথায় যাইয়া, দেখেন, ছেলে দোলনায় নাই, এক বৃহৎ ঈগল পক্ষী তাহাকে ঠোঁটে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

৬। ইহা দেখিয়া,জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সন্তানের প্রাণ রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি, যে কাস্ত্যে দিয়া গোরুর জন্য বিচালি কাটিতে ছিলেন, সেই কাস্ত্যে হাতে করিয়া, ঈগল পক্ষী যে দিকে যাইতে ছিল, সেই দিগ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। ঈগল পক্ষী অল্প দূর যাইয়া, এক পর্ব্বত পার্শ্বে, আপনার বাসায়, শিশুকে রাখিলে, সে হাত পা ছুড়িতে লাগিল। তখন, ঈগলের শাবকেরা উৎকৃষ্ট খাদ্য দেখিয়া, আহ্লাদে গলা বাড়াইল।

৭। এমন সময়ে, শিশুর জননী তথায় উপস্থিত হইলেন। ঈগল পক্ষী তাঁহাকে দেখিয়া আক্রমণ করিল। তখন, তিনি হস্তস্থিত কাস্ত্যে দ্বারা ঈগলকে এমনই জোরে আঘাত করিলেন যে, এক আঘাতেই সে ভূপতিত হইল। তিনি, এই অবসরে, প্রিয়তম পুত্রকে কোলে তুলিয়া, পরম আনন্দে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

৮। স্কটলণ্ডের পশ্চিম উপকূলবাসী এক জেলের ছেলে, কোন ঈগলের বাসায় দুটি শাবক দেখিয়া, তাহা লইতে অভিলাষী হয়। পর্ব্বত শিখরের

কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে, এক প্রস্তরের উপর, কাষ্ঠখণ্ড এবং খড় কুটা দ্বারা বাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বালক, অন্য সঙ্গিগণের সাহায্যে, রজ্জু ধরিয়া, তথায় নামিল; এবং অতি সত্বর দুই হস্তে দুটি শাবক লইয়া, আপনাকে তুলিবার নিমিত্ত সঙ্কেত করিল। তখন পক্ষিমাতা আহারান্বেষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল; সে ইহা দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ, শাবকাপহারীকে আক্রমণ করিল। পক্ষিমাতা ঠোঁট দিয়া বালককে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, সে একটি শাবক ফেলিয়া দিল। পক্ষিমাতা শাবকের ভূমি-পতন নিবারণ করিবার নিমিত্ত, তৎকালে তাহাকে আক্রমণ না করিয়া, নীচে নামিল। এই সময়ে, সঙ্গী বালকেরা অতি সত্বর রজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা আপনাদের সহচরকে প্রায় উপরে তুলিয়াছে, এমন সময়ে, পক্ষিমাতা, ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া, পুনরায় তাহাকে আক্রমণ করিল। বালক নিরুপায় হইয়া, অপর শাবকটিকেও ফেলিয়া দিয়া, নিরাপদে উপরে উঠিল।

কাক ও শৃগাল।

একদা বসিয়া কাক, বৃক্ষ শাখা'পরে,
মুখেতে সন্দেশ এক আনন্দ অন্তরে।
সে সন্দেশ লোভে অতি,
শৃগাল ধূর্ত্তের পতি,
মিষ্টভাষে সম্বোধিয়া কহিল তাহারে।

ও তব মোহিনী রূপ,
আহা, যেন সুধা কূপ!
হেরিলে হরিষ চিত, না হয় কাহার?
দেখে তব কলেবর,
ঈর্ষানলে শিখিবর,
ফুলায় আপন পুচ্ছ, করয়ে বিস্তার।

হেরে অই কাল রূপ,
মনে হয় এই রূপ,
বৈদেহী বিরহে রাম হইয়া ব্যাকুল।

সীতা অন্বেষণ তরে,
বায়সের রূপ ধরে,
লীলাচ্ছলে পবিত্রিলা বায়সের কুল !!

জনম আমার বনে,
ভ্রমি কাননে কাননে,
বহু কাল রূপ দৃষ্টি করিল নয়ন !
বলিব ভাঙ্গিয়া ভাই,
কভু চক্ষে দেখি নাই,
কাল রূপে এই রূপ শরীর গঠন।

নয়ন যুগল তব,
দেখে হয় অনুভব,
নীলকান্ত মণি যেন করিছে বিরাজ।
বাঁকিয়ে সুগোল গ্রীবা,
বসিয়া রয়েছ কিবা !
কদম্বের মূলে যেন রাখালের রাজ !!

এত রূপ ধর ভাই !
কিন্তু শুনে লজ্জা পাই,
লোকে বলে বায়সের বাক্-শক্তি নাই !
শৃগালের কথা শুনে,
কাক ভাবে মনে মনে,
তবে মিষ্ট কাকা ধ্বনি শৃগালে শুনাই।

কাকা রবে ধরি তান,
বায়স করিল গান,
অমনি সন্দেশ তার পড়িল ভূতলে।
সুখে সে সন্দেশ তুলে,
শৃগাল পূরিয়া গালে,
শুনরায় সম্বোধিয়া বায়সেরে বলে।

নিশ্চয় জানিবে ভাই,
তব সম মূর্খ নাই,
পক্ষিকুলে কুলাঙ্গার তুমি হে বিশেষ।
"তোষামোদ বশ যেই
মূর্খের প্রধান সেই,"
বায়সে শৃগালে পাই এই উপদেশ।

যার কর্ম্ম তাকে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে।

১। কোন গৃহস্থের একটি ছোট কুকুর ছিল। তিনি, বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর হইয়া, গৃহে আসিলে, ঐ কুকুরটিকে নিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন। কুকুরটি, কখনও তাহার পায়ে পড়িয়া, আহ্লাদে লেজ নাড়িতে নাড়িতে পা চাটিত, কখনও বা লাফিয়া, তাহার কোলে উঠিয়া বসিত। প্রতিদিন, আহার করিবার সময়, তিনি আদর করিয়া, কুকুরটিকে রুটি ও মাংস ইত্যাদি খাইতে দিতেন। সময়ে সময়ে, স্বহস্তে তাহাকে স্নান করাইয়াও দিতেন। ইহা দেখিয়া, গৃহস্থের এক গর্দ্দভ, মনে করিল, প্রভু

কার্য্যক্ষেত্র হইতে আসিলে, আমি যদি কুকুরের ন্যায় তাহার পায়ে পড়িয়া লেজ নাড়ি এবং লাফিয়া কোলে উঠিতে পারি, তবে আমিও অবশ্যই ঐ কুকুরের ন্যায় আদৃত হইব। কেন না, এভিন্ন, কুকুরের এত আদর যত্নের অপর কোনও কারণ দেখা যায় না।

২। একদা, গৃহস্বামী কার্য্যক্ষেত্র হইতে আসিয়া, বিশ্রামার্থে কেদারায় বসিয়াছেন, এমন সময়ে, গর্দ্দভ, কুকুরের অনুকরণে, অঙ্গ ভঙ্গি করিতে করিতে, প্রভুর সম্মুখীন হইতে লাগিল। গর্দ্দভের অস্বাভাবিক অঙ্গ ভঙ্গি দেখিয়া, তিনি, হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ইহাতে গর্দ্দভ মনে করিল, প্রভু যখন আমার হাব ভাব দেখিয়াই এতাধিক সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, তখন, আমি তাঁহার কোলে উঠিলে, তিনি অবশ্যই অধিকতর সন্তোষ লাভ করিবেন। গর্দ্দভ মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া, কুকুরের ন্যায় লাফিয়া প্রভুর কোলে উঠিতে উদ্যত হইলে, তিনি প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন, চারিদিগ হইতে তাঁহার ভৃত্যেরা দৌড়িয়া আসিল, এবং গর্দ্দভকে যথোচিত প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল।

৩। তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারিবে, মনুষ্যজাতির মধ্যেও এরূপ গর্দ্দভের অভাব নাই। কারণ, অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে

আপনাদিগের অবস্থা এবং ক্ষমতার বিষয় বিবেচনা না করিয়া, অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাইয়া, গর্দ্দভের ন্যায় অপদস্থ ও অপমানিত হয়।

কৃতজ্ঞ সিংহ।

১। পূর্ব্বকালে, যখন দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন দাসেরা পশু পক্ষীর ন্যায় ব্যবহৃত হইত। কি আশ্চর্য্য! তখন, মানুষ, মানুষকে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিতে, কিছু মাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইত না। তখন মানুষ ঘোড়া গোরুর ন্যায় হাটে বাজারে বিক্রীত হইত।

২। সেই সময়ে, এক দাস, প্রভুর নিষ্ঠুর ব্যবহারে নিতান্ত মর্ম্মাহত এবং ঘৃণিত দাসত্ব জীবনে বীতশ্রদ্ধ

হইয়া, মৃত্যু কামনায়, হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ এক অরণ্যে প্রবেশ করে। একদা, সে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, এক পর্ব্বত গুহায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে, এক সিংহ তথায় উপস্থিত হইল। সিংহের ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি দেখিয়া, ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। কিন্তু সিংহ তাহার কোনও অনিষ্ট করিল না। বরং তাহার জানুর উপর একটি পা তুলিয়া দিয়া, বিষণ্ণ বদনে, গা চাটিতে লাগিল। ভৃত্য দেখিতে পাইল, সিংহের পায়ে একটা কাঁটা ফুটিয়া রহিয়াছে, এবং রক্ত ও পুঁজ পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া, সে বুঝিতে পারিল, এই জন্যই সিংহ তাহার নিকটে আসিয়াছে। তখন, সে সিংহের পায়ের কাঁটা বাহির করিয়া আনিল এবং পা টিপিয়া অনেক পুঁজ রক্ত বাহির করিয়া দিল। ইহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হওয়াতে, সিংহ সুস্থ হইল। এই ঘটনার পর, ঐ দাস যত দিন অরণ্যে বাস করিয়াছিল, সিংহ নিয়মিত রূপে তাহার আহারের সংস্থান করিয়া দিত; এভিন্ন, সময়২ পালিত কুকুরের ন্যায় তাহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ তাহার পদ লেহন করিত।

৩। অল্পকাল পরে,দাস প্রভুর লোককর্ত্তৃক ধৃত ও রাজদ্বারে নীত হইল। বিচারে, অবাধ্যতার অপরাধে, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বিচারে ইহাও

স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, তাহাকে কোন ক্ষুধার্ত্ত সিংহের সম্মুখে ফেলিয়া, বিনাশ করিতে হইবে।

৪। নির্দ্দিষ্ট দিনে, অসংখ্য নর নারী, এই অদ্ভুত শোকাবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, রাজদ্বারে সমবেত হইল। যথা সময়ে, ঐ হতভাগ্য দাস বধ্যভূমে নীত ও এক ক্ষুধার্ত্ত সিংহের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইল।

৫। তখন সকলেই নীরবে দাস জীবনের এতাদৃশ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে ছিল। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দর্শকগণের শোক ও দুঃখ বিস্ময়ে পরিণত হইল। তাহারা দেখিতে পাইল, ক্ষুধার্ত্ত সিংহ, দাসের কোন অনিষ্ট না করিয়া, শান্তভাবে তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইল।

৬। বিচারকর্ত্তা, এই অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক ঘটনা দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও চমৎকৃত হইলেন এবং অবিলম্বে দাসকে সম্মুখে আনাইয়া, সিংহের এতাদৃশ শান্ত ভাবাবলম্বনের কারণ জানিতে চাহিলেন। দাস, তাহার বনবাস কালে, সিংহের কাঁটা বাহির করিয়া দেওয়ার বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিয়া, সকলকে অধিকতর বিস্মিত ও চমৎকৃত করিল। পরে বিচারকর্ত্তা, সর্ব্বসাধারণের প্রার্থনা মতে, সিংহের কৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ দাসের প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করিলেন।

৭। সিংহ অতিশয় বলবান,কাহাকেও ভয় করে না। এজন্য, লোকে ইহাকে পশুরাজ বলে। সিংহের ঘাড়ে লম্বা লম্বা, কোঁকড়া কোঁকড়া লোম হয়, তাহাকে কেশর বলে। সিংহ ইচ্ছা করিলে, কেশর ফুলাইতে পারে। কেশর আছে বলিয়া, ইহার অপর নাম কেশরী।

৮। সিংহের গায়ের লোম চিক্কণ ও পিঙ্গল বর্ণ; কিন্তু উদরের লোম সাদা। পায়ে বড় বড় ধারাল নখ আছে। চক্ষু বিড়ালের চক্ষের ন্যায় উজ্জ্বল। সিংহ লম্বে পাঁচ ছয় হাত এবং উচ্চে প্রায় তিন হাত; লেজও দুই তিন হাত লম্বা হয়। সিংহী এত বড় হয় না, এবং তাহার ঘাড়েও কেশর নাই। সিংহী পাঁচ মাস গর্ভধারণ করিয়া একবারে তিন চারিটি সন্তান প্রসব করে। ৫।৬ বৎসরে ইহারা যৌবন প্রাপ্ত হয়।

৯। সিংহ পোষমানে এবং প্রতিপালকের বশ হয়। এমন কি, প্রতিপালক ধমকাইলে, অথবা তাড়না করিলেও তাহা সহ্য করে। কিন্তু কোন কারণে ক্রোধ জন্মিলে আর রক্ষা নাই।
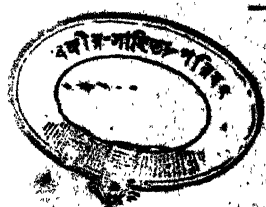
সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

আদর্শ প্রশ্নাবলী।

স্বাবলম্বন।

১। স্বাবলম্বন কাহাকে বলে? স্বাবলম্বনের মুল কি?

২। নেপোলিয়েন বোনাপার্টি কে ছিলেন? স্বাবলম্বনই তাঁহার উন্নতির মুল; ইহা তাঁহার জীবনী দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৩। "পারিব না" বা "অসম্ভব" এরূপ কথা কেবল নির্ব্বোধ দিগের অভিধানেই দেখিতে পাওয়া যায়।" এ কথার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বল।

৪। "মহাবীর জেমস্ গারফীল্ডের জীবন, ইহার (স্বাবলম্বনের) জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।" গারফীল্ড কে ছিলেন? তাঁহার সংক্ষেপ পরিচয় দাও। তিনি কিরূপে স্বাবলম্বনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, বুঝাইয়া বল।

৫। স্বাবলম্বন গুণের বিষয় যে ছয়টী মহাজনপদাবলী তোমাদের পাঠ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, একেং সে গুলি বল।

৬। "যাহার আত্মপ্রত্যয় নাই, সে তুলা অপেক্ষাও লঘু।" ইহার অর্থ বুঝাইয়া বল। আত্মপ্রত্যয় শব্দের অর্থ কি?

৭। "নিজকে অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিতে আমার কখনও ইচ্ছা হয় না।" কে, কখন এই কথা বলিয়া ছিল?

হস্তী।

১। হস্তী বা করী নাম হইল কেন? কোন্২ দেশ হস্তীর জন্মস্থান? হস্তী শব্দের যতগুলি অর্থ জান লিখ।

২। হস্তীদন্ত দ্বারা কি কি কার্য্য হয়? শ্বেত হস্তী কোথায় পাওয়া যায়?

৩। হস্তী কত বড় হয় এবং কত কাল বাচিয়া থাকে? কত বয়সে হস্তী যৌবন প্রাপ্ত হয়।

৪। হস্তীশিশুর স্তন্যপান প্রণালী কিরূপ?

৫। হস্তীর বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন কর।

৬। যতগুলি পার, চতুষ্পদ জন্তুর নাম কর ।

৭। "হস্তী মধুর স্বর শুনিতে বড় ভাল বাসে।" এই বাক্যের অন্তর্গত পদ গুলির যথারীতি অন্বয় বা পার্জিং কর।

৮। হস্তীর বুদ্ধির পরিচায়ক যতগুলি গল্প জান, তাহা সংক্ষেপে বল।

৯। মত্ত হস্তী এবং মাহুতের স্ত্রী ও শিশু সন্তানের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন কর।

কাকাতুয়া।

১। পদ্য ও গদ্য রচনায় প্রভেদ কি? পদ্যকে গদ্যে পরিবর্ত্তিত করার সাধারণ নিয়ম কি?

২। ভ্রমেণ, হেরিয়া, মুরতি, মম, সযতনে। এইগুলি গদ্যে ব্যবহার করিতে হইলে কিরূপ পদ হইবে?

৩। যতগুলি পার, পাখীর নাম কর। পক্ষী ও পতঙ্গে প্রভেদ কি?

৪। কাকাতুয়ার গল্পের সার মর্ম্ম বা উপদেশ কি?

দুষ্ট দুলাল।

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অর্থ বুঝাইয়া বল।

(ক) "গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহাকে ভয় করিত, কিন্তু কেহই ভালবাসিত না।" (খ) "সৌন্দর্য্যে আসক্তি বা জীবে দয়া কখনও তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।"

২। দুষ্ট দুলালের গল্পটি সংক্ষেপে বল।

৩। এই গল্পের উদ্দেশ্য বা উপদেশ কি?

সলাঙ্গুল কচ্ছপ।

১। কচ্ছপকে দ্বিজ বলা যায় কি না? কচ্ছপ জাতীয় আর কতকগুলি চতুষ্পদ জন্তুর নাম বল।

২। কোন্২ দেশে সলাঙ্গুল কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়? ইহাদের সংক্ষেপ বিবরণ লিখ।

গৃহস্থ ও গর্দ্দভ।

১। গৃহস্থ ও গর্দ্দভের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন কর।

২। এই গল্পের উদ্দেশ্য বা উপদেশ কি?

৩। এই গল্পের যে কোন স্থান হইতে ২৪ পংক্তি মুখস্থ বল।

৪। নিম্নলিখিত ৪ পংক্তি গদ্যে পরিণত করিয়া, উহার অর্থ সরল ভাষায় বুঝাইয়া বল। "তাঁর" এটি কোন্ পদ? চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইল কেন? "সবারে করিতে তুষ্ট কাজ করে যেই, মনুষ্যজাতির মধ্যে গাধা হয় সেই। পৃথিবী স্বর্গের পতি পরম ঈশ্বর, কেবল করহ কার্য্য, তাঁর তুষ্টি কর।"

ঘড়ী ও সময়।

১। ঘটিকাযন্ত্র কাহাকে বলে? মিনিটের কাঁটা এবং ঘণ্টার কাঁটা কি? ইহাদিগকে ইংরেজিতে কি বলে?

২। জীবনের সহিত সময়ের কি সম্বন্ধ? সময়ের উপর আমাদের কি অধিকার আছে?

৩। পৃথিবীর গতির সহিত সময়ের কি সম্বন্ধ আছে? আহ্নিক ও বার্ষিক গতি কাহাকে বলে? ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা করিবার তাৎপর্য্য কি?

৪। চন্দ্রের উদয় ও অস্ত কি প্রকারে হয়? চান্দ্র মাস কাহাকে বলে?

৫। শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ কাহাকে বলে বুঝাইয়া দাও।

৬। কত দিনে এক মাস? ইংরেজি ও বাঙ্গালা মাস গণনায় প্রভেদ কি?

৭। ঋতুভেদ কিরূপে ঘটে? কোন্২ মাসে কোন্ ২ ঋতু ভেদ হয়? ঋতু পরিবর্ত্তনের দ্বারা সময় বিভাগ করায় দোষ কি?

৮। যুগ, শতাব্দী, এবং শাক কাহাকে বলে?

৯। সংবৎ, শকাব্দা, হিজিরা এবং খ্রীষ্টাব্দ; ইহাদের পরস্পর প্রভেদ কি?

১০। কয়েকটি সময় পরিমাপক যন্ত্রের নাম কর। ঘটিকাযন্ত্রের পরিদোলক নির্ম্মাতা কে?

১১। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন কে ছিলেন? তাঁহার দৈনিক কার্য্যের তালিকা কিরূপ ছিল?

১২। সময় সম্বন্ধে গ্রন্থোল্লিখিত মহাজনপদাবলী গুলি মুখস্থ বল।

কদলী বৃক্ষ।

১। "পশুজাতির মধ্যে গোরু আর বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে কদলী বৃক্ষ গৃহস্থের নিতান্ত হিতকারী।" একথার তাৎপর্য্য কি?

২। কলাগাছের দ্বারা আমাদের কি কি প্রয়োজন সাধিত হয় ?

৩। কলাগাছের সূতায় কি কি কার্য্য হয়, সবিস্তর বল ।

৪। কলা প্রধানতঃ কত প্রকার ? কতকগুলি কলার নাম কর। কলার গুণ বর্ণন কর। কোন্ কলা তোমার বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম ?

৫। বর্ত্তমান নামের ইতিহাস কি ?

৬। ওষধি বৃক্ষ কাহাকে বলে ? কতকগুলি ওষধি বৃক্ষের নাম কর ।

৭। উদ্ভিদ পদার্থ কাহাকে বলে ? চেতন পদার্থের সহিত ইহার প্রভেদ কি ?

৮। "কলাগাছ কোমলকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণীভুক্ত।" একথার তাৎপর্য্য কি ? বৃক্ষ সমূহ কয় শ্রেণীতে বিভক্ত এবং কি কি ?

বাদুড় ।

১। নিশাচর পক্ষী কাহাকে বলে ? কতকগুলি নিশাচর জন্তুর নাম কর ।

২। দ্বিজ শব্দের অর্থ কি ? দ্বিজ বলিলে, যে সকল জীব জন্তু বুঝায় তাহাদের নাম কর ।

৩। "বাদুড়, পশু ও পক্ষী এই উভয় জাতির ধর্ম্মাক্রান্ত।" একথার তাৎপর্য্য কি ?

৪। রক্তপায়ী বাদুড় কাহাকে বলে ?

৫। বাদুড়ের বিষয়ে যে একটী গল্প পাঠ করিয়াছ, তাহা সংক্ষেপে বল । এই গল্পের উদ্দেশ্য বা উপদেশ কি ?

পেঁচা ।

১। পেঁচা এবং বাদুড় পরস্পরের তুলনা কর ।

২। অন্যান্য পক্ষীর সহিত তুলনায় পেঁচার বিশেষত্ব কি কি ? পেঁচা মনুষ্যের হিতকারী কিসে ?

মধুপায়ী পক্ষী ।

১। মধুপায়ী পক্ষী কাহাকে বলে ? ইহাদের সংক্ষেপ বিবরণ বল ।

২। পক্ষীজাতির ফুস্ ফুস্ অপেক্ষাকৃত বড় করিবার কারণ কি ?

একতা।

১। "একতার গুণ ও বল অসাধারণ।" এ কথার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বল।

২। বিরোধী পুত্রগণের মধ্যে ঐক্য স্থাপন জন্য, বৃদ্ধ পিতা কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বল।

নরাহারী বৃক্ষ।

১। নরাহারী বৃক্ষের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন কর।

২। পতঙ্গভুক বৃক্ষ কাহাকে বলে?

আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের আমোদ।

১। আমেরিকার আদিম নিবাসীগণের আমোদ-প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণন কর।

২। কে আমেরিকা আবিষ্কার করেন?

উষ্ট্র।

১; উষ্ট্রের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন কর।

২। গো মহিষাদি অন্যান্য পশুর সহিত তুলনায় উষ্ট্রের বিশেষত্ব বা প্রভেদ কি কি? উষ্ট্রের দ্বারা কি কি কার্য্য হয়?

৩। মরুভূমি এবং সাইমুম্ কাহাকে বলে?

৪। উটকে "অরণ্য জাহাজ" বলিবার তাৎপর্য্য কি?

যান।

১। যান শব্দের অর্থ কি? প্রধান২ কতকগুলি যানের নাম কর।

২। অর্ণব-যান, ব্যোম-যান এবং বাষ্পীয় শকটের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন কর।

শরৎ ও সরলা।

১। মেঘ কি ও কিরূপে উৎপন্ন হয়?

২। বাষ্প কাহাকে বলে? জল জ্বাল দিলে তাহা কি হয়?

দ্বিতীয় রামরাজা।

১। রুষ সম্রাট ইভানকে দ্বিতীয় রামরাজা বলিবার কারণ কি? তদ্বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন কর।

২। রাজভবন অপেক্ষা কৃষকের গৃহ শান্তিময়, সম্রাটের এইরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি?

৩। প্রকৃত সুখ শান্তির আদর্শ কি?

অপূর্ব্ব লোকানুরাগ।

১। অপূর্ব্ব লোকানুরাগ এই বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণন কর।

২। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

ঈগল পক্ষীর অত্যাচার।

১। সংক্ষেপে ঈগল পক্ষীর বৃত্তান্ত বল? কোন২ দেশে এই পক্ষী বাস করে?

২। ঈগল পক্ষীর অত্যাচারের বিষয় বর্ণন কর।

কাক ও শৃগাল।

১। কাক ও শৃগালের গল্প সংক্ষেপে বল। এই গল্পের উদ্দেশ্য বা উপদেশ কি?

২। "বৈদেহী বিরহে ...বায়সের কুল।" এই বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দাও।

যার কর্ম্ম তাকে সাজে, অন্যলোকে লাঠিবাজে।

১। "যার কর্ম্ম তাকে সাজে অন্যলোকে লাঠি বাজে।" এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বুঝাইয়া বল।

২। এই গল্পটি সংক্ষেপ বলিয়া, ইহা পাঠে কি উপদেশ পাওয়া যায় বল।

কৃতজ্ঞ সিংহ।

১। সিংহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন কর।

২। দাস কাহাকে বলে? কোন্ দেশে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল? এই প্রথার দোষ গুণ বল।

৩। সিংহকে পশুরাজ বলে কেন? ইহার অপর নাম কি? সংক্ষেপে সিংহের বিষয় বর্ণন কর।